সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

আজকাল

Extent
Medical & Surgical Centre
24x7-Multi Speciality Medical facility
Barabazar, Chandannagar, Hooghly
Near_ (HDFC BANK)
033-26832115, 6290205359
E-MAIL- info@wwhc.in

www.aajkaal.in
কলকাতা ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ১১ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১০ পাতা
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীকে বিরূপ মন্তব্য, সাসপেন্ড ইনস্পেক্টর

আজকালের প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করায় কলকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টর একলাখ আহমেদকে সাসপেন্ড করল লালবাজার। সোমবার কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি কর্মচারী হিসেবে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে করা অবমাননাকর মন্তব্যের বিষয়ে তদন্ত হবে। সাসপেন্ড থাকাকালীন তিনি বেতনের অর্ধেক অংশ পাবেন। জানা গেছে, কলকাতা পুলিশের একটি হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে আলোচনা চলাকালীন ঘটনার সূত্রপাত।

● এরপর ৩ পাতায়

টালা ট্যাঙ্কে মেরামতি শুরু

আজকালের প্রতিবেদন

টালা ব্রিজের নীচে পানীয় জলের পাইপলাইন ফেটে যাওয়ায় সোমবার সকাল থেকে দুর্ভোগে বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালেও উত্তর ও মধ্য কলকাতায় জলসঙ্কট। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, কয়েকটা দিন হয়তো সময় লাগতে পারে। আগে পাইপের যা ডায়ামিটার ছিল, এবার তা প্রায় দ্বিগুণ করে দেওয়া হচ্ছে।

● এরপর ২ পাতায়

বিচার পায়নি নন্দীগ্রাম
এফআইআর করুন, ব্যবস্থা নেব: মুখ্যমন্ত্রী

যজ্ঞেশ্বর জানা
নন্দীগ্রাম, ১০ নভেম্বর

'আজও ১১ জনের দেহ মেলেনি। বিচার পায়নি নন্দীগ্রাম। বিচার তো দেওয়া উচিত। আমি বলেছি এফআইআর করুন, ব্যবস্থা নেব।' নন্দীগ্রাম থেকে মঙ্গলবার এমনই হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'গোহাটের অভয় ঘোষ থেকে শুরু করে, তালডাংরার মনোরঞ্জন পাত্র, গড়বেতার তপন ঘোষ, খেজুরির হিমাংশু দাস— এদের বিরুদ্ধে আমি নতুন করে কেস ওপেন করে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। এরা তো সবাই বাইরে থেকে কালো পোশাক পরে সংগঠিত ভাবে এসেছিল। অনেক কাণ্ডকারখানা হয়েছে। আমি এগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ২০০৭-এর ১০ নভেম্বর রক্তাক্ত সূর্যোদয় হয়েছিল।' এরপরই কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওদের নেতারা গুলিবিদ্ধ মানুষজনকে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এখন টিভিতে বসে বড় বড় ভাষণ দেয় সন্ধেবেলা!'

এদিন করপল্লীতে ১০ নভেম্বরের ঘটনার ১৯তম বর্ষপূর্তির শহিদ-স্মরণ সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক হাসিরানি রথ, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মেঘনাদ পাল-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং শহিদ পরিবারের সদস্যরা। সেখানে রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের ইতিহাস টেনে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'সেদিন ১১ জনকে পিছমোড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে রেখেছিল বারতলা অঞ্চলের একটি পঞ্চায়েত অফিসে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় কামারদায়। সেখানে সিপিএমের অফিসে তাদের পিস পিস করে কাটা হয়। পলিথিন প্যাকেটে ঢোকানো হয় এবং নিয়ে গিয়ে মাঝ সাগরে ফেলে দেওয়া হয়।' ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'সেদিন গুলিবিদ্ধ হৈমবতী হালদার, কল্পনা মুনিয়ান, নর্মদা শিটদের কাঁসাইপাড়ে নিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে সিপিএম নেতা তপন ঘোষ, শুকুর আলি, বিশ্বনাথ দাস। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, দে হ্যাভ বিন পেড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে খুব সৎ ছিলেন। দলটা খারাপ ছিল। ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। বিমান বসু বলেছিলেন, নন্দীগ্রামে নতুন সূর্য উঠেছে। পরবর্তী কালে সিআইডি তদন্ত হয়। লক্ষ্মণ শেঠ ১৮১ দিন জেল খাটেন। কিন্তু বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯ বছর অতিক্রান্ত। আমি আমার সঙ্কল্পে সেদিনও অবিচল ছিলাম, আজও অবিচল আছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর যারা আমাদের আটকাতে গিয়েছিল তারা নেই।' সেকথা স্মরণ করে এদিন সমাজমাধ্যমেও মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, '২০০৭-এর ১০ নভেম্বর নব সূর্যোদয়ের নামে নন্দীগ্রামে হাড়হিম করা নৃশংস হত্যালীলার ইতিহাস কখনওই ভোলা সম্ভব নয়। নন্দীগ্রাম শুধুমাত্র একটা নাম নয়, নন্দীগ্রাম মানে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লড়াই। আজ রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের ১৯তম বর্ষপূর্তি। রক্তাক্ত বিভীষিকাময় দিনে নন্দীগ্রাম ভূমিরক্ষা আন্দোলনের সকল অমর শহিদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে এই কর্মসূচি হয়ে আসছে। তবে এবার তৃণমূলের তরফে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূলের কোনও ভূমিকা ছিল না দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের লড়াই ছিল।

● এরপর ৩ পাতায়

খোল বাজিয়ে কীর্তন মুখ্যমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন
মেচেদা, ১০ নভেম্বর

খোল বাজিয়ে কীর্তনে সঙ্গত ও দু'হাত তুলে হরিধ্বনি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার মেচেদার ইসকন মন্দিরে গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট উৎসবে যোগ দেন তিনি। মন্দিরে পৌঁছে পুজো ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি গোসেবা ও যজ্ঞে আহুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে খোল বাজিয়ে কীর্তনে মেতে ওঠেন এবং বৈষ্ণবসেবা করেন। এ প্রসঙ্গে এদিন সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'শ্রীশ্রী গোবর্ধন পুজোর পবিত্র ও শুভলগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। জয় শ্রীকৃষ্ণ।'

● এরপর ৩ পাতায়



বাবুন ব্যানার্জির কালীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

মমতার ভাইয়ের পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভাই স্বপন ব্যানার্জি (বাবুন)-র কালীপুজোয় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সন্ধেয় ভবানীপুরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাবুন ব্যানার্জির ক্লাবের পুজো-সহ বিভিন্ন কালীপুজোয় যান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে পদ্মফুল নিয়ে মণ্ডপের সামনে ছিলেন বাবুন। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি আসতেই দরজা খুলে দেন। তাঁকে প্রণাম করেন। জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে তাঁরা সবসময় আছেন। সেখানে ছিলেন কালীঘাট শিবশক্তি সঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যও। শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি এরপর প্রতিমাদর্শন করতে মণ্ডপে যান।

● এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রণবের: স্মৃতিকথায় সোনিয়া

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

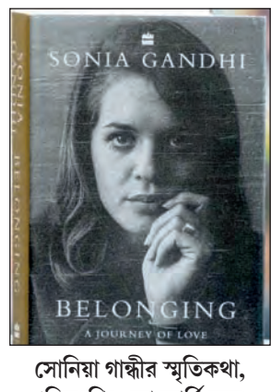
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে তাঁর বহুদিনের। শুনে অবাকই হয়েছিলেন, স্মৃতিকথায় তা গোপন করেননি সোনিয়া। কারণ তখন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে মনমোহন সিং। সোনিয়া লিখেছেন, 'স্তম্ভিত হলেও, বিনীতভাবে সেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলি।'

দীর্ঘ স্মৃতিকথা। কখনও স্মৃতিমেদুর। কখনও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। কখনও ধরা দিয়েছেন একেবারে নিপাট ঘরোয়া সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেসের দুঁদে নেত্রীর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা স্ত্রী ও মা। যিনি স্বামী, সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আবার একই সঙ্গে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে দলের তখন ২০১০। কেন্দ্রে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রত্যাশা ছিল কংগ্রেসের দিকপাল নেতা, ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার সদস্য প্রণব মুখার্জির। ২০১০ সালে সোনিয়াকে খোলাখুলি বলে ফেলেন, 'এবার শীর্ষস্তরে পরিবর্তনের সময় এসেছে।' এ-ও ইঙ্গিত দেন, নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখেন। প্রয়োজনে কঠিন, নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। আবার এই স্মৃতিকথাতেই আছে তাঁর দু'বার ক্যান্সার-জয়, প্রথম সন্তানকে হারানোর বেদনাও। প্রকাশিত হল 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'। সোনিয়ার বহুপ্রতীক্ষিত স্মৃতিকথা। মঙ্গলবার হার্পার কলিন্স ইন্ডিয়া-র তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ হতেই রাজনীতির অলিন্দে আলোড়ন ফেলে দিল।

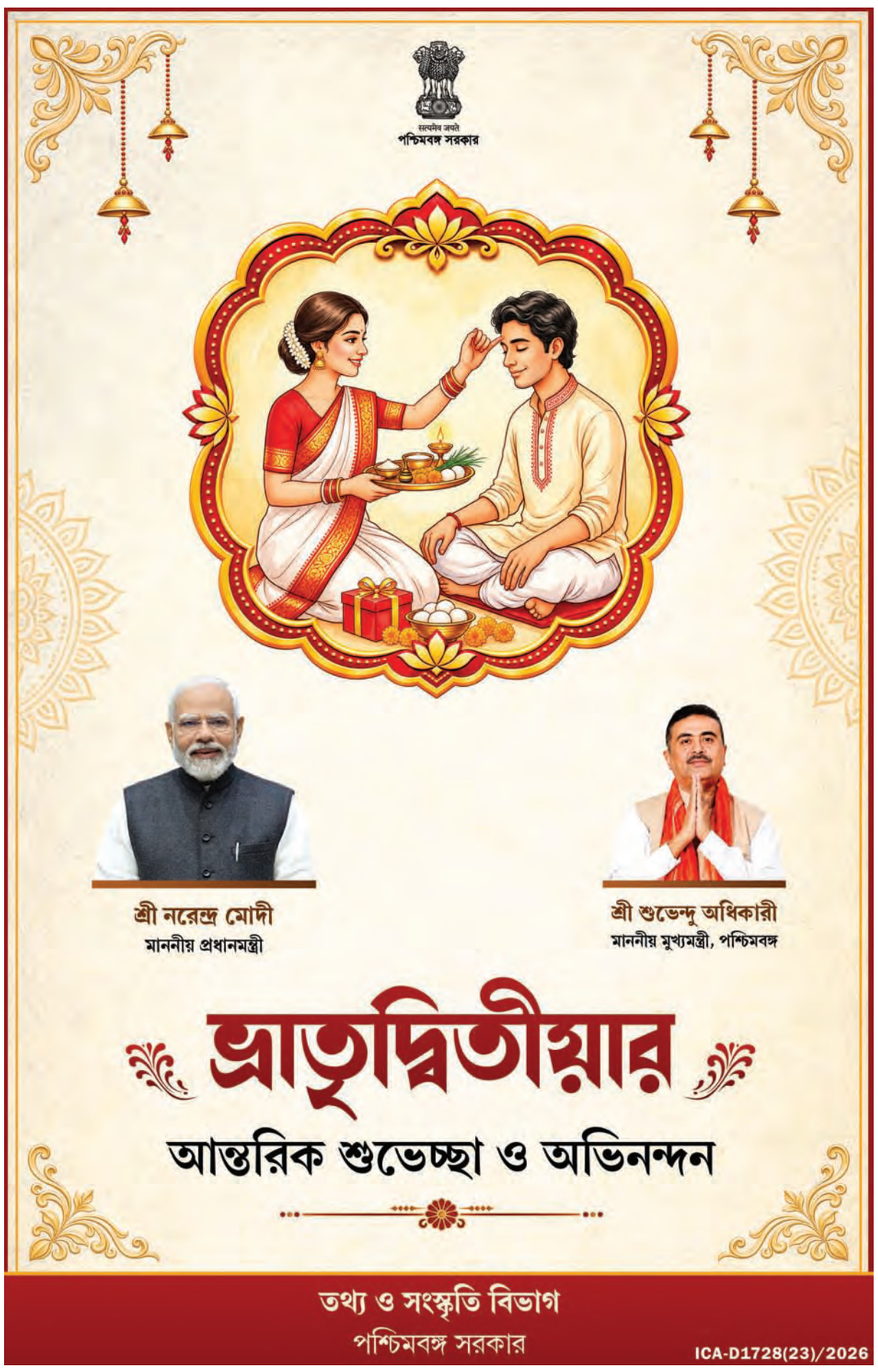
স্মৃতিকথায় তাঁর প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার উল্লেখ আছে। তখন ২০০৪ সাল। বিজেপিকে হারিয়ে বিপুল জনমতে সরকার গঠনের পথে কংগ্রেস। শরিকদের নিয়ে তৈরি হল ইউপিএ জোট। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবেন কে? দলের তৎকালীন শীর্ষনেত্রী হিসেবে অবধারিত ভাবে সোনিয়ার পক্ষে রায় দেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। নেত্রী তখন দোলাচলে। প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, 'অ্যাবসলিউটলি নট!' তারপর দলের পীড়াপীড়িতে বলে দেন, 'ঠিক হ্যায়।' তীব্র আপত্তি করেন তাঁর দুই সন্তান রাহুল, প্রিয়াঙ্কা। ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী, বাবা রাজীব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরিণতির পুনরাবৃত্তি চাননি তাঁরা। এরপর অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন সোনিয়া। বেছে নেন দেশের অর্থনীতিতে উদার হাওয়া আনার কারিগর, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর, অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিংকে। সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং কংগ্রেস সাংসদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন নেত্রী।

সোনিয়া লিখেছেন, 'জানতাম দেশ তাঁর হাতে নিরাপদ থাকবে। ড. সিংয়ের সততা প্রশ্নাতীত, প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর বিস্তর ধারণা।' তাই কংগ্রেসে প্রণব মুখার্জি, এ কে অ্যান্টনি, আহমেদ প্যাটেলের মতো বহু বিশিষ্ট নেতা-নেত্রী থাকতেও তাঁকেই ওই গুরুদায়িত্ব সঁপেছিলেন। মনমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করে কংগ্রেস নেত্রী লিখেছেন, 'তাঁর শিক্ষা, তাঁর মনীষা তাঁকে পাঞ্জাবের একটি প্রান্তিক গ্রাম থেকে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছে।' এত বড় দায়িত্ব পেয়ে ১৯৮৪-এ ঘটে যাওয়া শিখ দাঙ্গাকে দেশের ইতিহাসে নির্মম এবং লজ্জাজনক একটি অধ্যায় হিসেবে দেখেছেন সোনিয়া। এর বীজ বপন হয়েছে তার কিছু আগে। জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে পৃথক খালিস্তানের দাবিতে পাঞ্জাব থেকে দেশের অন্যত্র মাথাচাড়া দেয় জঙ্গিবাদ। ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা স্বর্ণ মন্দিরে ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

● এরপর ৪ পাতায়



সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা, 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'। ছবি: পিটিআই



প্রণব-কন্যা
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে কি অপরাধ?

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

কোনও রাজনীতিকের, বিশেষ করে প্রণব মুখার্জির মতো বহু দশকের অভিজ্ঞ ও প্রখর মেধার এক রাজনীতিকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে কি অপরাধ? সোনিয়া গান্ধীর উদ্দেশে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখার্জি।

প্রণব মুখার্জির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল বলে সোনিয়া গান্ধী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন। সেই বইটি আজ, মঙ্গলবার প্রকাশ হওয়ার পর বিতর্ক দানা বেঁধে উঠেছে। সোনিয়া লিখেছেন, ২০১০ সালে কথা প্রসঙ্গে প্রণববাবু তাঁকে বলেছিলেন, এখন বোধহয় 'শীর্ষস্থানে' পরিবর্তন প্রয়োজন। সোনিয়া লিখেছেন, প্রণববাবুর এই কথায় তিনি 'শক্‌ড' হয়ে দ্রুত কথা ঘুরিয়ে দেন। শর্মিষ্ঠা প্রশ্ন তুলেছেন, এই কথায় তাঁর 'শক্‌ড' হওয়ার কী আছে? শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, তিনি নিজে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছে করে না? সরাসরি উত্তর এড়িয়ে প্রণববাবু বলেছিলেন, যে-কোনও রাজনীতিকের এই উচ্চাশা থাকেই। শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, তাঁর বাবা একেবারে সাধারণ স্তর থেকে জীবন শুরু করে শুধু মেধা ও কঠিন পরিশ্রমে উঠে এসেছিলেন। বংশানুক্রমে এই প্রাপ্তি হয় না। আসলে গান্ধী-নেহরু পরিবারের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ভাবছেন, এতেই সোনিয়াজি 'শক্‌ড'।

ভেতরে
আজ ভাইফোঁটা
বৃষ্টি আরও দু'দিন চলবে



স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ
দেশে প্রথম তারকেশ্বর

আজকালের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের ১৩০টি শহরের মধ্যে তারকেশ্বর ‘স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৫–২৬’-এ প্রথম স্থান পেয়েছে। মঙ্গলবার পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও-বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, প্রতি বছর কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর পশ্চিমবঙ্গ প্রথম বারের মতো এই প্রতিযোগিতায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ১৫০ মানদণ্ডের ভিত্তিতে তৃতীয় একটি সংস্থাকে দিয়ে মূল্যায়ন করানো হয়। তার মধ্যে তারকেশ্বর প্রথম স্থান পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কোন স্থান পেয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। তিনি বলেন, ‘বুধবার নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে আমরা দিল্লি যাচ্ছি, বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণের জন্য।’ মন্ত্রী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের নগরোন্নয়নকে আরও গতিশীল ও নাগরিক-বান্ধব করে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। তারকেশ্বরের এই সাফল্যকে পথপ্রদর্শক করে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।’

প্রেসিডেন্সি: ডিন অফ স্টুডেন্টসকে চিঠি বহিষ্কৃত ২ ছাত্রীর

তদন্ত ও শাস্তি-প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস-কে চিঠি দিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত দুই ছাত্রী। এই দু’জনের মধ্যে একজন বর্তমান ও অন্যজন প্রাক্তন ছাত্রী। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি-সহ এবিভিপির পোস্টার বিকৃত করার অভিযোগে এই দু’জনকে বহিষ্কার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই দুই ছাত্রীর পক্ষ থেকে ডিন অফ স্টুডেন্টস-কে আলাদা আলাদা চিঠি ইমেল করে বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার, তদন্ত কমিটি এবং পোস্টার বিকৃত করা সম্পর্কিত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ-সহ অন্যান্য নথি প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তদন্ত কমিটি তাঁদের শোকজ করেনি, যার ভিত্তিতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত, সেই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখানো হয়নি, এমনকী তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি।

অভিষেকের বাড়ির সামনে গোলমাল: ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ির সামনে হওয়া গোলমালের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। শুক্রবার রাতে অভিষেকের জন্মদিন পালনকে ঘিরে কালীঘাটে তাঁর বাড়ির সামনে গোলমাল হয়। ঘটনায় মোট চারটি মামলা দায়ের হয়। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কয়েকটি দায়ের করেছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মহম্মদ তৌকির আলম, মহম্মদ এরশাদ এবং শ্রীদীপ দাস নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে পুলিশ ধৃতদের ঘটনাস্থলে আনে। পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। তদন্তকারীরা সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের শনাক্তকরণের চেষ্টা করছেন।

উল্টোডাঙা উড়ালপুলে হাইটবার ভেঙে বিপত্তি

উল্টোডাঙা উড়ালপুলে হাইটবার ভেঙে বিপত্তি। যানজট হল ইএম বাইপাসে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে একটি বড় গাড়ি দ্রুত গতিতে উড়ালপুলে ওঠার সময় হাইটবারটি আচমকা সেটির ওপর ভেঙে পড়ে। এর জেরে তীব্র যানজট তৈরি হয় ইএম বাইপাসে। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। হাইটবারটি সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।



ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ধর্মতলায়, মঙ্গলবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

শুক্রে বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ

আজকালের প্রতিবেদন

মঙ্গলবার দুপুরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হল কলকাতা-সহ হাওড়া, বিধাননগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে আজ, বুধবার এবং কাল, বৃহস্পতিবারেও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমবে। এদিকে, শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে চলেছে। শনিবারে এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তবে এটি কোন দিকে এগোবে তা নিয়ে কিছু বলেনি আবহাওয়া দপ্তর।

এদিন দুপুরে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নামে বৃষ্টি। শুরুতে হালকা। তারপর ঝমঝমিয়ে। হাওড়ায় বেশ কিছুক্ষণ শিলাবৃষ্টিও হয়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ, বুধবারে দক্ষিণবঙ্গের

দু’দিন চলবে বৃষ্টি

বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা আপাতত কমবে না। তবে শুক্রবার থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আজ বৃষ্টি হতে পারে।

টালা ট্যাঙ্কে মেরামতি শুরু

● ১ পাতার পর

জল পেতে যাতে শহরবাসীর কোনও সমস্যা না হয়, জলের স্রোত যাতে ঠিক থাকে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, জল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে আরও দু’দিন লাগবে। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন ৯ মিলিয়ন গ্যালন জল ধারণের ক্ষমতা রয়েছে টালা ট্যাঙ্কের। পলতা থেকে ছ’টি পাইপলাইনের মাধ্যমে জল এসে পৌঁছোয় এই জলাধারে। তার মধ্যে একটি পাইপলাইনে ফাটল ধরাতেই এই বিপত্তি। ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকাও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপটি জলশূন্য করা হয়েছে। সোমবার রাত থেকে ডাইভারশন লাইন তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে তিন-চার দিনের মধ্যে এই সংযোগকারী লাইন তৈরি করে ফেলা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন পুরমন্ত্রী ভিডিও-বার্তায় নাগরিকদের জল-সমস্যা সমাধানের জন্য দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নম্বর (৯৮৩১১২৭৫২২) সমাজমাধ্যমে জানিয়ে দেন। পুরসভা থেকে আগে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। জলের সঙ্কটে মেটাতে পুরসভা থেকে পানীয় জলের গাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন সকালে জলের গাড়ি পাওয়া নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জলের গাড়ির জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে পুরসভার এক আধিকারিক জানান, জলের গাড়ি দেওয়ার জন্য কোনও টাকা নেওয়া হচ্ছে না। পুরসভার কন্ট্রোলরুমে আধিকারিকরা নাগরিকদের পরিষেবার জন্য ২৪ ঘণ্টা রয়েছেন।

মৃৎশিল্পীদের জন্য সহায়তা মুখ্যমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

মৃৎশিল্পীদের প্রতিমা বিক্রি করতে কোনও রকম বাধা দিলে তা দেখবে পুলিশ। গাফিলতি হলে পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সন্ধেয় তিনি পটুয়াপাড়ার মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেন। নিজের বেতন থেকে ৮০ জন মৃৎশিল্পীর হাতে সাত হাজার টাকা করে অর্থ সহযোগিতা তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, এখন থেকে নিরাপত্তার নামে ঘিরে রাখা যাবে না মৃৎশিল্পীদের। তাঁদের কাজে বাধা দিলে তা দেখবে পুলিশ। এক ভাইপোর অত্যাচারে তাঁরা কালীপুজোয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অর্ধেক প্রতিমা বিক্রি করতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘এঁদের চোখের জল বৃথা যাবে না। প্রয়োজনে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও পিছপা হব না।’

পটুয়াপাড়া

পটুয়াপাড়া থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মেটিয়াবুরুজে যান। সেখানে ছটপুজো উপলক্ষে স্থানীয়দের হাতে উপহার তুলে দেন তিনি। জানান, ঘাটের নিরাপত্তা থেকে পরিচ্ছন্নতা— সব বিষয়েই সরকার তৎপর। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রবিবার তিনি সরাসরি ছটপুজোয় যাবেন না। তাঁর কড়া নিরাপত্তার জন্য সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই লঞ্চে পুজো পরিদর্শন করবেন তিনি।

গড়িয়ার খুনে চপস্টিক, না কি চুলের কাঁটা?

গৌতম চক্রবর্তী

চপস্টিক, না কি চুলে আটকানোর ধারালো কাঁটা? গড়িয়ায় সফ্‌টঅ্যায়ার ইঞ্জিনিয়ার সার্থক সরকারকে খুন করতে ঠিক কী ব্যবহার করা হয়েছিল? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার রাতে কলেজের ফি দেওয়া নিয়ে প্রেমিকা সঞ্চালিকা ও তাঁর মায়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলছিল। সেই বাদানুবাদ থামানোর চেষ্টা করছিলেন সার্থক। সেই সময়েই তাঁর গলায় আঘাত করা হয়। এটা কতটা ঠিক, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ফরেনসিক দলের সদস্যরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। শনিবার গভীর রাতে ঠিক কী ঘটেছিল? ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, কোনও ছুঁচলো জিনিস দিয়ে সার্থকের গলায় আঘাত করা হয়েছিল। জিনিসটা কী? তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বিউটি পার্লারে সাজগোজের সরঞ্জাম সরবরাহের কাজ করেন। ফলে সার্থককে আক্রমণের সময় চুলের কাঁটা ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মমতা ভাইফোঁটা পালন করবেন না

মমতা ব্যানার্জি এবার ভাইফোঁটা পালন করছেন না। এ কথা জানিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ লেখেন, ‘মমতাদি এবার ভাইফোঁটা পালন করছেন না। ভোটের পর থেকে তৃণমূলকর্মীদের ওপর যে হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার চলছে; তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিজয়া পালন করেননি তিনি। পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা যায় না। তাই মায়ের পুজো করেছেন। কিন্তু ভাইফোঁটার কোনও অনুষ্ঠান করবেন না। কেউ দেখা করতে আসতে পারেন। এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই।’

কলকাতায় ধৃত ৩২৭

আজকালের প্রতিবেদন

বাজি ফাটানো, অভব্য আচরণ, ট্র্যাফিক বিধি ভাঙা-সহ একাধিক ঘটনায় সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩২৭ জনকে। শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৪ জন, অভব্য আচরণের জন্য ২৫৩ জন। ট্র্যাফিক বিধি ভঙ্গ-সহ অন্যান্য অভিযোগে ৮৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ১০৫.১ কেজি বাজি, ৪৬.০৭৫ লিটার মদ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে মামলা হয়েছে ৩৭৯ জনের বিরুদ্ধে। এছাড়া ১৫৬টি হেলমেট ছাড়া আরোহী, ১১৬টি বেপরোয়া গাড়ি চালানো, ১০০টি মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং ১৩৯টি অন্যান্য ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের মামলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উৎসবের দিনগুলিতে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগ শহর জুড়ে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত বা ট্র্যাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অভিযান অব্যাহত থাকবে। শব্দবাজি রুখতে অভিযান চলবে। ছটপুজোর দিনও নিষিদ্ধ শব্দবাজি ঠেকাতে কলকাতা পুলিশ অভিযান চালাবে। বাজি ফাটাতে হবে নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনেই। নির্ধারিত শব্দসীমার মধ্যে বাজি ফাটাতে হবে। না হলে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

নন্দীগ্রাম দিবসে মমতার শ্রদ্ধা

নন্দীগ্রাম দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার এ নিয়ে তিনি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ফলে নিহত শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী।’ পাশাপাশি আরও লিখেছেন, ‘ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম।’

আজ ভাইফোঁটা, মিষ্টির দোকানে ভিড়

সম্বৃতা মুখার্জি

সকালে দাদা, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে মঙ্গলকামনা। দুপুরে খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, হইচই, একসঙ্গে সিনেমা দেখা। আজ, বুধবার ভাইফোঁটা। রাজ্যের ঘরে ঘরে পালিত হবে দাদা, ভাইদের জন্য দিদি, বোনেদের মঙ্গলকামনার উৎসব। ভাইকে পছন্দের পদ খাওয়াতে কেউ রান্না করছেন নিজের হাতে, আবার কেউ বেছে নিচ্ছেন ঝটপট হোম ডেলিভারি। ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালি খাবার থেকে চাইনিজ, মোগলাই— সবরকম আয়োজনে আজ ব্যস্ত রেস্তোরাঁগুলিও। অন্য দিকে দিদি, বোনেদের জন্য মনের মতো উপহার নিয়ে ফোঁটা নিতে প্রস্তুত ভাইয়েরাও। অনেকে প্রতিপদে পালন করলেন ভাইফোঁটা। আর এই উপলক্ষেই মঙ্গলবার থেকে মিষ্টির দোকানে উপচে পড়ল ভিড়।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে বাঙালির সাবেকি সন্দেশ থেকে ফিউশন— রকমারি মিষ্টি নিয়ে হাজির বিভিন্ন সংস্থা। মিষ্টিতে গ্রামবাংলার ছোঁয়া রেখেছে বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক। মাটির থালায় তারা সাজিয়ে এনেছে ভাইফোঁটার বিভিন্ন সাবেক মিষ্টি। রয়েছে খাজা, ভাইফোঁটা সন্দেশ, চন্দ্রপুলি-সহ নানা মিষ্টি। সংস্থার তরফে লোপামুদ্রা মল্লিক জানালেন, ৫৫০ থেকে ৬৫০ টাকা— নানা দামে রয়েছে এই মিষ্টির থালা। কেসি দাসের কর্ণধার ধীমান দাস জানিয়েছেন, ভাইফোঁটা উপলক্ষে চাহিদা রয়েছে সাবেকি মিষ্টির। খাজা, বালুসাই, গজা পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি ফিউশনে আনা হয়েছে ডার্ক চকোলেটের ‘ডার্ক ফ্যান্টাসি’। মালাই রোল রয়েছে চকোলেট, কেশর, স্ট্রবেরির স্বাদে। মহাভোজ থালির চাহিদাও এবার প্রচুর। এর সঙ্গে গিরিশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দী নিয়ে এসেছে গুড়ের বেশ কিছু মিষ্টি। পার্থ নন্দী জানিয়েছেন, গুড়ের জলভরা তো আছেই, মালাইরোল, পারিজাত, দিলখুশ, চন্দ্রপুলিও রয়েছে।

ভাইফোঁটার উৎসবে শামিল রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরাও। আজ দুপুরে বিধাননগরে বিজেপির কার্যালয়ে ভাইফোঁটা দেবেন রাজ্য বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক লকেট চ্যাটার্জি ও শশী অগ্নিহোত্রী। বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে মঙ্গলবার ভাইফোঁটার আয়োজন করে উত্তর ২৪ পরগনা বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট। এক হাজার শিশু-কিশোরকে নিয়ে ভাইফোঁটা হয়। ছিলেন দুই মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী ও অশোক কীর্তনিয়া, বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি, পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুরের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ, হৃদয়পুর প্রণবকণ্যা সঙ্ঘের পূজ্যা সন্ন্যাসিনী মামণি-সহ বিশিষ্টরা। ভাষা ও চেতনা সমিতির উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে গণ ভাইফোঁটা ও বোনফোঁটার। আজ বিকেলে দুঃস্থ শিশুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান হবে। ইস্ট ক্যানাল রোডে বাগমারি খাল ব্রিজের কাছে।যৌনকর্মী, শ্রমিক-সহ সমাজের পিছিয়ে-পড়া পরিবারের শিশুসন্তানদের নিয়ে ভাইফোঁটার আয়োজন করতে চলেছে মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক। ২০০ পথশিশুকে ফোঁটা দেবেন কলকাতা পুলিশের শিক্ষাকেন্দ্র নবদিশা-র মেয়েরা। হবে বোনফোঁটাও।



গিরিশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দীর দোকানে মিষ্টি কেনার ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি: তপন মুখার্জি



চন্দননগরে বিক্রি হচ্ছে সনাতনি মিষ্টি। ছবি: পার্থ রাহা

বন্দে মাতরম্, সনাতনি মিষ্টি

মিল্টন সেন

হুগলি, ১০ নভেম্বর

নানা মিষ্টির ভিড়ে নজর কাড়ছে বন্দে মাতরম্, ঝালমুড়ি, সনাতনি মিষ্টি। ভাইফোঁটা মানেই রকমারি মিষ্টির সম্ভার। সেভাবেই প্রস্তুত হয়েছেন জেলার মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকেরা। চন্দননগরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, এবার ভাইফোঁটায় নানা ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়েছে। সময়ের দাবি মেনে সনাতনি মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে। দাম রাখা হয়েছে ৮০ টাকা। বন্দে মাতরম্ মিষ্টির দাম করা হয়েছে ৪০ টাকা। উত্তমকুমারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে করা হয়েছে ‘উত্তমকুমার মিষ্টি’। দাম করা হয়েছে ১৫০ টাকা। সকাল থেকে লাইন দিয়ে মিষ্টি কিনছেন ক্রেতারা। কারণ এবার রয়েছে মিষ্টিতেও চমক। বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চা সভাপতি সম্বুদ্ধ দত্ত বললেন, ‘বর্তমানে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সনাতনিরা তাঁদের ধর্মাচরণ করতে পারছেন। আগে যেটা কার্যত অসম্ভব ছিল। তখন সনাতনিরা কোণঠাসা হয়ে ছিলেন। এখন আর তা নেই। তাঁরা তাঁদের অধিকার ফিরে পেয়েছেন। সেটা উৎসবেও প্রতিফলিত হচ্ছে। মিষ্টিতেও সেটা দেখা যাচ্ছে।’

শব্দরঙ্গ-৪৫৬

১			২	■	■	■
	■	■	৩		৪	■
	■	■		■	■	
৫	৬			■		■
■		■	■	৭		৮
■		■	■		■	
■	৯				■	■
■	■	■	■	১০		

পাশাপাশি

১. বোকা, নির্বোধ ৩. অন্যের প্রদত্ত গোপন পরামর্শ সম্পর্কে কৌশলে জানার প্রক্রিয়া ৫. মানুষ, মানব ৭. মিশ্র ৯. কিছুক্ষণ অন্তর, মাঝে মাঝে ১০. পটু, দক্ষ।

উপর-নীচ

১. বিকল্প
২. রোজার মাস
৪. সর্প, সাপ
৬. অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভ্রমণকথা
৭. ইশারা, ঠার
৮. যুদ্ধরত বীর।

সমাধান-৪৫৫

■	■	■	পি	গ্	মি	■	ও
■	অ	গ	ত্যা	■	ছি	■	য়ে
■	ট	■	ব	কু	ল	ফু	ল
জ	ল	নি	ধি	■	■	■	কা
গ	■	■	■	আ	প্ত	কা	ম
দ	হ	ন	প্রি	য়া	■	ল	■
র্চি	■	ফ	■	ল	ক্ষ্মী	টি	■
ত	■	র	ম্য	তা	■	■	■

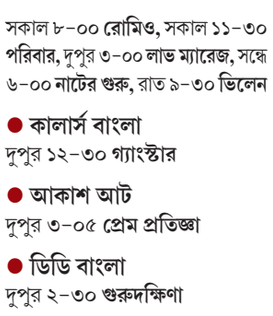
■ শুভজ্যোতি রায়়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **মহাপুরুষ ও কাপুরুষ,** সকাল ৯-০০ **মিলন তিথি,** সকাল ১১-০০ **মায়ের আশীর্বাদ,** দুপুর ২-০০ **সুখ দুঃখের সংসার,** বিকেল ৫-০০ **লোফার,** রাত ৮-০০ **স্বপ্ন,** রাত ১১-০০ **ছায়াময়**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**



সকাল ৮-০০ **রোমিও,** সকাল ১১-৩০ **পরিবার,** দুপুর ৩-০০ **লাভ ম্যারেজ,** সন্ধে ৬-০০ **নাটের গুরু,** রাত ৯-৩০ **ভিলেন**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ১২-৩০ **গ্যাংস্টার**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **প্রেম প্রতিজ্ঞা**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **গুরুদক্ষিণা**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৭-৪৫ **মিস ইন্ডিয়া,** সকাল ১০-৩০ **পাগলু,** দুপুর ২-০০ **রাখীপূর্ণিমা,** বিকেল ৩-০০ **মেজদিদি**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**
সকাল ৬-১০ **ঠাকরে,** সকাল ১১-৫৫ **অমর আকবর অ্যান্টনি,** বিকেল ৩-৩০ **গুপ্ত,** সন্ধে ৬-০০ **চলতে চলতে,** রাত ৯-২৫ **ঘুরচড়ি**

জলসা মুভিজ
জেনারেশন আমি
রাত ৯-৩০

কালার্স সিনেপ্লেক্স
বীর
সকাল ৮-৫৫



বিশেষ অনুষ্ঠান

● **সুস্বাস্থ্য**



ডায়াবেটিস। বয়সের বাছবিচার করে না। নিঃশব্দে শরীরে প্রবেশ করে। তারপর একে একে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে। চোখ, কিডনি, হার্টের সমস্যা ডেকে আনে। খুঁজলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ডায়াবেটিস রোগীর সন্ধান পাওয়া যাবে। নানা ভাবে এ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হচ্ছে। এবারের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান।

ডিডি বাংলা: সন্ধে ৬-০২

● **জি সিনেমা**

সকাল ৬-০০ **বিবি নং ১ ,**সকাল ৯-৫০ **হনিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড,** দুপুর ১২-০৫ **রকশা বন্ধন,** দুপুর ২-২০ **আ আব লওট চলে,** সন্ধে ৬-০০ **দিল ধড়কনে দো,** রাত ৯-৪৫ **মেরা গাঁও মেরা দেশ**

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-২১ **অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস,** সকাল ১০-২১ **হায় মেরা দিল,** দুপুর ১-০৭ **রোজা,** বিকেল ৪-০০ **বীরাসাত,** সন্ধে ৭-০৯ **মাঝধার,** রাত ১০-০০ **লাভার্স**

ধারাবাহিক

● **দেবী চৌধুরাণী**



কালার্স বাংলা: সন্ধে ৬-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ২৫ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১১ নভেম্বর ২০২৬, মুং ৩০ জমাদিয়াল আউয়াল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৫০।২৫
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫০।৫৫
তিথি- (কার্তিক শুক্লপক্ষ) দ্বিতীয়া দং ২৫।১০ দিবা ঘ ৩।৫৪
নক্ষত্র- অনুরাধা দং ১৪।৩০ দিবা ঘ ১১।৩৮

অন্য পঞ্জিকা: বুধবার, ২৪ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১১ নভেম্বর ২০২৬, হিজরি ৩০ জমাদিয়াল আউয়াল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

বুধবার	সর্বোচ্চ	৩০
হালকা, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বনিম্ন	২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস
মঙ্গলবার	সর্বোচ্চ	৩১.৫ (০)
বৃষ্টি ২.৮ মিমি	সর্বনিম্ন	২৪.২ (+৩)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৫%	৬৩%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উলুবেড়িয়া ৩৪.৪°

এফআইআর করুন, ব্যবস্থা নেব: মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

তৃণমূল ২০২১-এর আগেও ছিল না, আর ২০২৬-এর পরেও ওদের কোনও ভূমিকাই নেই। আমি গত বছর বলেছিলাম, ২০২৬ সালে আমি আসব, কিন্তু চোর তৃণমূলকে পাবেন না। আমার কথা মিলে গেছে। আজকে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, আগামী একশো বছরেও এদের দেখতে পাবেন না। নাম আর নিশান দুটোই উঠে গেছে।' শহিদ পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সাত বছর না হলে মৃত ঘোষণা হয় না। কিন্তু ১৯ বছর পেরোলেও নিখোঁজদের পরিবারগুলিকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। মমতা ব্যানার্জি চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেও তাঁর মিটিংয়ে না যাওয়ার জন্য চারজনকে টাকা দেওয়া হয়নি। আমি আসার পর ডেথ সার্টিফিকেট ও চাকরির ব্যবস্থা করেছি।' নন্দীগ্রাম নিয়ে সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি নিয়ে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য হিমাংশু দাসের প্রতিক্রিয়া; 'মামলা তো হয়েছিল। কালো কাপড়ে মুখোশ এঁটে গিয়েছিলাম জেনে থাকলে উনি কেন ব্যবস্থা নেননি, তখন তিনি তো তৃণমূলের মন্ত্রী ছিলেন।'

ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়কের গ্রেপ্তার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পরেশরাম দাস একজন ভূমি-মাফিয়া। সেচ দপ্তরের জায়গা দখল করে বৃদ্ধাবাস তৈরি করেছেন, এনজিও করেছেন। বড় গুন্ডা। উনি দোষী বলেই পালাচ্ছিলেন লুকিয়ে, কিন্তু লুক আউট নোটিস দেওয়া ছিল। নইলে পগারপার, মুম্বই হয়ে দুবাই চলে যেতেন।' রাজ্যে বিজেপি সরকারের ছ'মাস পূরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখনই হিসেব দেওয়ার সময় আসেনি, এক বছর পর হিসেব দেব।' অভয়া মঞ্চের আন্দোলন ও সন্দীপ ঘোষের জামিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শীর্ষ আদালত সন্দীপ ঘোষের জামিন মঞ্জুর করেছে। আমি প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে বলতে পারি না শীর্ষ আদালতের সামনে গিয়ে আন্দোলন করতে। আমি এ বিষয়ে যত্নবান, অভয়ার পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি। বিচার ব্যবস্থার ওপর আমার অগাধ আস্থা রয়েছে।'

মমতার ভাইয়ের

● ১ পাতার পর

সেখানে আরতি করেন, পুজো দেন।প্রসঙ্গত, এর আগেও ২০২৪ সালের মার্চে বাবুন ব্যানার্জি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের টিকিট বণ্টন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি দিল্লি যান। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গেও কথা বলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'ওকে মানুষ করতে পারিনি।পরিবারের সদস্য বলেই আমি মনে করি না।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য।



খোল বাজিয়ে কীর্তনের আসরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মেচেদার ইসকন মন্দিরে, মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

আজ দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

আগামী বছর কলকাতায় প্রথমবার প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের আসর বসছে। ৭-৯ জানুয়ারি ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ, বুধবার একদিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে বিকেল ৪টেয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের সরকারি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্মেলনের লোগোও প্রকাশ করা হতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলন প্রথমবারের মতো কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়, শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, শিক্ষাবিদ-সহ বিশিষ্টরা এতে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

কাল বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া যাচ্ছেন। রানিবাঁধ থানার হলুদকানালিতে সেদিন তিনি কুড়মি সমাজের বাঁধনা পরবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এলাকার কুড়মি নেতা সঞ্জয় মাহাত জানান, মুখ্যমন্ত্রী কুড়মি সমাজের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ওই দিন দুপুরে তাঁদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানে ব্যাপক মানুষের জমায়েত হবে। জেলার ও পুরুলিয়া জেলার কুড়মি সমাজের মানুষ ছাড়াও আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। জেলায় ওই দিন আরও কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বাঁকুড়া শহরের একটি খাদ্যমেলাতেও যাবেন। সঞ্জয়বাবু আরও জানান, তাঁদের উৎসবের একটি বড় আকর্ষণ, পিঠে পরব। ওই পরবের মূল আকর্ষণ ঘিয়ের পিঠে বা সরয়া পিঠে। ওই দিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে ওই পিঠে নিবেদন করবেন।

খোল বাজিয়ে কীর্তন মুখ্যমন্ত্রীর

● ১ পাতার পর

মেচেদার ইসকন মন্দিরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী অশোক দিন্দা, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা প্রমুখ। সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যে-কোনও সনাতনির উচিত খোল, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি-যোগে কীর্তন করা। আমি তো চিরদিন করি। গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে প্রতি বছরই আমরা গোমাতার পুজো করি।' ২২ নভেম্বর মায়াপুর হয়ে নবদ্বীপ যাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন তিনি। আর বামেদের বিঁধে শুভেন্দু বলেন, 'আঁতেল, নাস্তিকরা বলবে— এ সব মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নাকি! ওদের বলে দিই, ওদের জন্মের আগে থেকেই এই সব করি আমরা।' বাংলাদেশের চলমান অস্থিরতা ও অনুপ্রবেশের আশঙ্কা উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চিন্তা নেই, বিএসএফ ও পুলিশের ডাবল লেয়ার দেওয়া আছে।'

সাসপেন্ড ইনস্পেক্টর

● ১ পাতার পর

অভিযোগ, আলোচনার সময় একলাখ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একাধিক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। যা নিয়ে গ্রুপের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়। পরে একলাখ তাঁর মন্তব্যগুলো মুছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর করা মন্তব্যের স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পর কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর তাঁকে সাসপেন্ড করে।

হলফনামায় তথ্য গোপন: মমতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপন করার অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে তিনি অভিযোগ করেন, 'মমতা ব্যানার্জি তাঁর হলফনামায় প্রচুর তথ্য লোপাট করেছেন। মনোনয়ন পরীক্ষার সময় অন্য প্রার্থীরা আপত্তি জানালেও রিটার্নিং অফিসার তা খারিজ করেননি। এর বিরুদ্ধে মামলা হবে, ওঁর মনোনয়ন যাতে বাতিল হয়।' অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিনের রাতের বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের রাজত্ব চলছে ভেবে গুন্ডামি করছিলেন। এখানে গুন্ডাদের কোনও আশ্রয় নেই।'

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ছিল স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

Federal Bank

এলসিআরডি কলকাতা ডিভিশন
১, আর এন মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন হাউস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৬৫ ৪৩৩৪; ই-মেল: kollcrd@federal.bank.in
ওয়েবসাইট: www.federal.bank.in, CIN: L65191KL1931PLC000368

পরিশিষ্ট-IV {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:- ১) শ্রী চৌধুরী এহতেশাম ওরফে এহতেশাম চৌধুরী, পিতা- শাহী চৌধুরী এবং ২) শ্রীমতি মেহজাবিন বেগম, স্বামী- চৌধুরী এহতেশাম, উভয়ের বাসস্থান- বালিপুর, খানাকুল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪০১।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: জে.এল নং: ১১৩-এর অন্তর্ভুক্ত ০৬ শতক = ০.০৬ একর বাস্তু জমি সহ তার উপর নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য সমস্ত উন্নয়নের সম্পূর্ণ অংশ, যা জেলা: হুগলী, থানা: খানাকুল, মৌজা: বালিপুর, বালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আর.এস প্লট নং- ৬২৬ এবং এল.আর প্লট নং- ৭২৩, এল.আর খতিয়ান নং- ৪০২৩ এবং ৪০২৪-এর অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৪০৮-এ অবস্থিত। এর সীমানা: পূর্বে: সেখ ইসলামের সম্পত্তি, পশ্চিমে: পঞ্চায়েত রাস্তা, উত্তরে: অন্যান্যদের সম্পত্তি এবং দক্ষিণে: অন্যান্যদের সম্পত্তি।

বকেয়া অর্থাঙ্ক: লোন অ্যাকাউন্ট নং 22127300000481-এ ২০.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ₹১০,০৪,৯২৩.৫৬ (দশ লক্ষ চার হাজার নশো তেইশ টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে আরও সুদ ও খরচ প্রযোজ্য।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১১.০৫.২০২৬ **দখলের তারিখ: ০৫.১১.২০২৬**

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:- ১) শ্রীমতি হাদিশা সেখ, স্বামী- মহম্মদ বদরুদ্দিন সেখ এবং ২) শ্রী টনি সেখ ওরফে টনি বেগান সেখ, পিতা- মহম্মদ বদরুদ্দিন সেখ, উভয়ের বাসস্থান- কুসুমগ্রাম, মন্তেশ্বর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৪২২।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: এল.আর দাগ নং ১৪২৫/১৯৩৪ এবং ১৪২৫/১৯৩৫, জে.এল নং ৭১, এল.আর খতিয়ান নং ৯৭৮৫-এর অন্তর্ভুক্ত ০.০২ একর (৬ শতক) জমির সম্পূর্ণ অংশ সহ তার উপর নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য সমস্ত উন্নয়ন, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত মৌজা- কুসুমগ্রাম-এ অবস্থিত। এর সীমানা: পূর্বে: ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে: বেনো সাহের সম্পত্তি, উত্তরে: কালাম সেখের সম্পত্তি এবং দক্ষিণে: পিকু সেখের সম্পত্তি।

বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) ০৫.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং 21867300000160-এ বকেয়া ₹৭,৮৪,৪৯৫/- (সাত লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) এবং (২) লোন অ্যাকাউন্ট নং 21867600000142-এ বকেয়া ₹৩,৯৫,১৩০/- (তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একশো ত্রিশ টাকা মাত্র) এবং উভয় ক্ষেত্রেই আরও সুদ ও খরচ প্রযোজ্য।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১২.০৬.২০২৬ **দখলের তারিখ: ০৬.১১.২০২৬**

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:- ১) শ্রী সেখ আকবর আলী ওরফে সেখ আকবর আলী ওরফে আকবর আলী, পিতা- সেখ মর্জম এবং ২) শ্রীমতি সম্পা দাস, স্বামী- সেখ আকবর আলী ওরফে সেখ আকবর আলী ওরফে আকবর আলী, উভয়ের বাসস্থান- চাঁপাডাঙ্গা, বালিমাঠ, তারকেশ্বর, হুগলী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৪০১।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ: জে.এল নং ২৬, ওয়ার্ড নং ০৮, হোল্ডিং নং ১৪৯/১, তারকেশ্বর পুরসভার অধীনে, আর.এস প্লট নং ৬২, এল.আর প্লট নং ৩৬৬, আর.এস খতিয়ান নং ১৭৫, এল.আর খতিয়ান নং ২৫৫৩, জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর, মৌজা ভঙ্গিপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ১০৮০ বর্গফুট = ২.৪৭ শতক = ০.০২ একর বাস্তু জমির সম্পূর্ণ অংশ সহ তার উপর নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য সমস্ত উন্নয়ন। এর সীমানা: পূর্বে: শ্রীমন্ত বেরার সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ (কমন প্যাসেজ), উত্তরে: নূপুর ভকতের সম্পত্তি এবং দক্ষিণে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।

বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) লোন অ্যাকাউন্ট নং 22127300000184-এ ০৯.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ₹১০,৫৮,৭২৩/- (দশ লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো তেইশ টাকা মাত্র) এবং তার সাথে আরও সুদ ও খরচ প্রযোজ্য।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৯.০৬.২০২৬ **দখলের তারিখ: ১০.১১.২০২৬**

যেহেতু, ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত রুলসমূহ' হিসেবে উল্লিখিত)-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ওপরে উল্লিখিত তারিখে উপরিবর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন উদ্ভূত সুদ ও মাশুল সমেত উপরিলিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিন্দাল টাওয়ারস, ব্লক 'বি', ৪ নং ফ্লোর, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
CIN: L01132WB1994PLC063513; ই-মেল: corporate@rosselltea.com; ওয়েবসাইট: www.rossellindia.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৯,১৫৭	৩,৬৭৮	৮,০৮৫	১২,৮৩৫	১২,৪৪২	২২,৬২০
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের আগে]	৩,৪৯৯	৫৩৬	৩,০৩১	৪,০৩৫	৩,৯১৭	১,৭৭৪
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	৩,৪৯৯	৫৩৬	৩,০৩১	৪,০৩৫	৩,৯১৭	১,৭৫০
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	২,৭২৮	৩৮১	২,৭৩৬	৩,১০৯	৩,৫৩৭	১,৫৮৬
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	২,৭০৫	৩৫৮	২,৭১৯	৩,০৬৩	৩,৪৯১	১,১৩৯
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭৫৪	৭৫৪	৭৫৪	৭৫৪	৭৫৪	৭৫৪
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ রিজার্ভ বাদে)						১৯,২২১
৮	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ₹২/-)						
	- বুনিয়াদি (₹)	৭.২৪	১.০১	৭.২৬	৮.২৫	৯.৩৮	৪.২১
	- মিশ্রিত (₹)	৭.২৪	১.০১	৭.২৬	৮.২৫	৯.৩৮	৪.২১

দ্রষ্টব্য:

১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার। অনিরীক্ষিত এই আর্থিক ফলাফলগুলি এবং এর সংক্ষিপ্তসার ১০ নভেম্বর, ২০২৬ আয়োজিত নিজ নিজ সভায় কোম্পানির অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rossellindia.com-সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.nseindia.com ও www.bseindia.com-তেও দেওয়া আছে।

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
স্বা/-
মনীশ সাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি
MEM No. A48460

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ নভেম্বর, ২০২৬

বামার লরী ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

রেজিষ্টার্ড অফিসঃ ২১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২২২ ৫২২৭; ই-মেলঃ lahoti.a@balmerlawrie.com; ওয়েবসাইটঃ www.blinv.com
সিআইএন: L65999WB2001GOI093759

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও মেয়াদের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র						পুঞ্জীভূত					
		৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্তমান মেয়াদের জন্য বছর-শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য বছর-শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিসংখ্যান (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী সময়কাল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত (নিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্তমান মেয়াদের জন্য বছর-শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য বছর-শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিসংখ্যান (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী সময়কাল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৪,৭৪৭.০৪	২৫৪.৪৫	৯,২৯১.৮৬	৫,০০১.৪৯	৯,৫৮৭.৫০	১৪,৬০৩.৭২	৮১,৩৭৭.৭৭	৭৬,১৭৬.৭৬	৬৪,৯১০.১০	১,৫৭,৫৫৪.৫৩	১,৩৪,২০৪.৮২	২,৭৭,৪১০.৫৫
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং বিশেষ দফার আগে]	৪,৭১১.৩৩	২২২.৫৩	৯,২৫৪.৩৯	৪,৯৩৩.৮৬	৯,৫১৮.০৭	১৪,৪৬৫.৪৮	১০,৭১৫.৭২	৯,৪৬২.১৮	৭,৪৯২.০৪	২০,১৭৭.৯০	১৬,৪৩৪.৭৩	৩৬,৫৪২.১৩
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং বিশেষ দফার পরে]	৪,৭১১.৩৩	২২২.৫৩	৯,২৫৪.৩৯	৪,৯৩৩.৮৬	৯,৫১৮.০৭	১৪,৪৬৫.৪৮	১০,৭১৫.৭২	৯,৪৬২.১৮	৭,৪৯২.০৪	২০,১৭৭.৯০	১৬,৪৩৪.৭৩	৩৬,৫৪২.১৩
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং বিশেষ দফার পরে]	৪,৬৫৪.৭৮	১৬৫.৩৪	৯,১৮৪.৯৭	৪,৮২০.১২	৯,৩৮১.২৫	১৪,২১৯.০১	৮,১৭৬.৩১	৭,২৫৮.৬০	৫,৭১০.৩০	১৫,৪৩৪.৯১	১২,৬৫১.৭৩	২৭,৭৭৬.৭৪
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট সামগ্রিক আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য কর-পরবর্তী সামগ্রিক আয় ধরে]	৪,৬৫৪.৭৮	১৬৫.৩৪	৯,১৮৪.৯৭	৪,৮২০.১২	৯,৩৮১.২৫	১৪,২১৯.০১	৮,১৭৬.৭৯	৭,২৫৯.০৮	৫,৭০৯.৩২	১৫,৪৩৫.৮৭	১২,৬৪৯.৭৭	২৭,৭৭০.৫৯
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩	২,২১৯.৭৩
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিটে যেমন প্রদর্শিত হয়েছিল						১৭,১৩৭.৫০						১,৪১,৭৩৫.৫৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০/-) [চালু এবং বন্ধ কারবারের জন্য] (টাকার অঙ্কে) (বার্ষিকীকৃত নয়)												
	১. বুনিয়াদি:	২.১০	০.০৭	৪.১৪	২.১৭	৪.২৩	৬.৪১	২.৩৫	২.০৫	১.৬৬	৪.৪০	৩.৬৭	৮.০৪
	২. মিশ্রিত:	২.১০	০.০৭	৪.১৪	২.১৭	৪.২৩	৬.৪১	২.৩৫	২.০৫	১.৬৬	৪.৪০	৩.৬৭	৮.০৪

দ্রষ্টব্যঃ

১) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও মেয়াদের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলো, কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। অপারেটিং সেগমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ উপরোক্ত ফলাফলগুলো অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২০২৬ সালের নভেম্বর ১০ অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ১১ নভেম্বর ২০২৬

ভুল অবসর

ক্রিকেটে, যে-কোনও খেলায় অবসর সম্পর্কে একটা কথা বিখ্যাত হয়ে আছে। সুনীল গাভাসকারের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্ট খেলে অবসর নেন। সেই ম্যাচে ঘূর্ণি উইকেটে করেছিলেন অবিস্মরণীয় ৯৬। মতি নন্দী লিখেছিলেন, 'কানপুরের ওই পিচে পাঁচ মেগাটন বারুদ ভরা ছিল।' স্পিনের বিরুদ্ধে এমন ইনিংসের জুড়ি মেলা কঠিন ক্রিকেটের ইতিহাসে। এরপর লর্ডসে এমসিসির বিপক্ষে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের হয়ে গাভাসকার। সেদিন অপরাজিত, দিনের শেষে গাভাসকার জানিয়ে দেন, আর কোনও ধরনের ক্রিকেটই খেলবেন না। কত করেছিলেন? ১৮৮! কট অ্যান্ড বোল্ড রবি শাস্ত্রী (যিনি তখন কাউন্টি ক্রিকেট খেলেন)। সেই বিখ্যাত কথাটা হল, 'এমন সময়ে অবসর নেবে, যখন কেউ বলবে না যে এতদিন কেন খেলছিলে। বলবে, এত আগে ছেড়ে দিচ্ছ কেন?' দেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেস বোলার মহম্মদ সামি টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন। কেউ বলছে না, এতদিন খেলছিলে কেন? এবং কেউ বলছে না যে, ছেড়ে দিলে কেন? সামি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিয়মিত উইকেট পাচ্ছেন। জঘন্য প্রধান নির্বাচক বলেন, সামি ফিট কি না, দেখে নিতে হবে। ম্যাচে টানা বল করে যাচ্ছেন, ফিট নন? অধিকাংশ ক্রিকেটভক্তরা চেয়েছেন, সামিকে খেলানো হোক। সামিও খেলতে চেয়েছেন। তবু অবসর। আমরা বলব 'ভুল অবসর'। মর্মাহত কপিলদেবের প্রতিক্রিয়া, 'মনটা খারাপ। এভাবে একজন যোগ্য (এখনও) ক্রিকেটারকে অবসর নিতে হল! দায়ী বোর্ড, নির্বাচকরা, টিম ম্যানেজমেন্ট।' রবি শাস্ত্রীও দুঃখিত। বললেন, 'আরও অন্তত ৪০ উইকেট সামির প্রাপ্য ছিল।' শুধু একটাই প্রশ্ন। সৌরভ গাঙ্গুলি ও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ছাড়া কেউ দাবি জানাননি। অবসর ঘোষণার আগে জোরালো দাবি তুললেন না কেন কপিলদেব ও রবি শাস্ত্রী?

প্রিয় সম্পাদক

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে তো?

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভারতে প্রবেশ করার জন্য সীমান্তে বেড়া দেওয়া হবে। অথচ ইদানীং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার সীমান্ত এলাকায় বালি চুরির চেষ্টা রুখতে গিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। প্রশ্ন, সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজটা কি আপাতত বন্ধ? এই কাজে হয়তো আরও সময় লাগবে। কিন্তু এ কথা মেনে নিতে হবে যে গত ১৫ বছরে অবাধে বাংলাদেশিরা কিন্তু ভারতে এসে বালি ও পাথর তুলে নিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকলে এরকম আক্রমণ লেগেই থাকবে।

● *রামকুমার সর্দার*
বারাসত



জনৈক পত্রলেখকের জবানি

এই পত্রের বিষয়বস্তু ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও সমস্যা কিংবা অভিযোগ নয়, একান্তই নিজস্ব। তবে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর নমুনা নয়। দেখতে দেখতে বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে একজন পত্রলেখক হিসাবে ৪৬ বছর পূর্ণ হয়ে গেল।

বেশ মনে পড়ে, ১৯৭৮ সালে ১২ এপ্রিল 'বেকারভাতা সংগ্রামী পদক্ষেপ'—এই শিরোনামায় 'যুগান্তর'- এ প্রথম আমার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কয়েক হাজার চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। এই পত্রলেখার জীবন নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। জয়নগর মজিলপুরের ঠিকানায় প্রথম চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে চাকরির সুবাদে খড়্গপুরে থাকার জন্য সব চিঠি সুভাষপল্লী, খড়্গপুরের ঠিকানায় প্রকাশিত হয়। এখন অবসর জীবন কাটছে গড়িয়া-তে। এখনকার যাবতীয় চিঠি গড়িয়ার ঠিকানায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

জয়নগর মজিলপুরের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ জে এন ঘোষের চেম্বারে আমাদের সংবাদপত্র-পাঠের সুব্যবস্থা থাকত। খুব স্নেহ করতেন আমাদের। আমার প্রথম চিঠি প্রকাশ তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছিল, ডেকে ডেকে সবাইকে সেই লেখা দেখিয়েছিলেন। সত্যিই ভোলা যায় না।

প্রকাশিত সব চিঠি সবার কাছে পছন্দসই হয়ে ওঠেনি। তবে আজও বহু শুভানুধ্যায়ী কাগজ খুলেই প্রথমে চিঠিপত্র বিভাগে আমাকে খোঁজেন। এ-ও এক পরম প্রাপ্তি। অনেকেই নির্দিষ্ট কোনও একটি সংবাদপত্র পড়েন। তাই তাঁর তরফ থেকে অনুরোধ থাকেই, সেই সংবাদপত্রে চিঠিপত্র পাঠানোর। অনেকে বিষয়বস্তু উল্লেখ করে চিঠি লেখার অনুরোধ করেন।

কোনও কোনও সংস্থার তরফ থেকে ইতিমধ্যে 'পত্রলেখক' হিসেবে সংবর্ধনাও জুটেছে। ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে, পত্রসাহিত্য সুস্থ এক মাধ্যম। তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিজালে আকীর্ণ, প্রতিবাদে মুখর একেকটি চিঠি বাংলা সাহিত্যেরই সম্পদ। যথাসম্ভব যৌক্তিকতায় নির্ভর করে, নির্ভুল বানানে সর্বোপরি ব্যক্তিগত আক্রমণের ধারে কাছে না গিয়ে একেকটি চিঠি উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে শিক্ষার্থী তথা তরুণ প্রজন্মের কাছে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে অবতীর্ণ হওয়ার একান্ত অনুরোধ রইল।

প্রতিটি সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগ বাংলা পত্রসাহিত্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করুক, পত্রলেখকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক— এই প্রার্থনা রইল।

● *বিশ্বজিৎ কর*
গড়িয়া, কলকাতা

শীত-বাজারের ফুলবাবু!

'খেল' দেখাচ্ছে বটে সবজির বাজার। পুজোর আগে থেকে প্রায় সব শাকসবজিরই দাম বেশ চড়া। হাতের নাগালে বলতে কেবলই আলুর দর। শহর বা শহরতলির বাজারে জ্যোতি বিকোচ্ছে ১৫-১৬ টাকায়। চন্দ্রমুখী আরেকটু বেশি, ২০ টাকার আশপাশে। বেগুন তো সেই কবে থেকেই জাতে উঠেছে! জাত খোয়ানোর উচ্চবাচ্যও নেই। টম্যাটো, চালকুমড়ো বিনসের মতো সবজিরাও একই উচ্চদরের। এরই মাঝে 'চালিয়ে খেলছে' ফুলকপি। শহর সংলগ্ন এলাকার বাজারগুলোতে একটু দরদাম করে নিলে ৩০-৩৫ টাকায় ভাল জাতের এক পিস্ মিলে যাচ্ছে। কলকাতা শহরে অবশ্য দাম আরেকটু চড়া। পুজো শেষ, তবে উৎসবের মরশুমে এখনও ভাটা পড়েনি। সামনেই কালীপুজো, ভাইফোঁটা এবং তারপর জগদ্ধাত্রী পুজো। নিশ্চিত ভাবেই ফুলকপির দাম আরও খানিক চড়বে। তবে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় শীতের এই 'ফুলবাবু'টি একটু হলেও সস্তা দরে মিলছে। যার ফলে আম-বাঙালিও তার দুপুরের পাতে ফুলকপির নানা পদের পসরা সাজিয়ে তুলতে পিছপা হচ্ছে না। বাজার আলো করে থাকা কপিগুলো দেখে মনও বেজায় খুশ বাড়ির বাজারকর্তার।

● *সুতনু ঘোষ*
বরানগর, কলকাতা



হিটলারের স্মৃতিকে মুছতে চাইছে কেন?



হিটলারের প্রিয় আশ্রয়কে পোড়ানো হল

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল জার্মানির ব্যাভেরিয়ায় অ্যাডলফ হিটলারের ডেরা 'ইগল্‌স নেস্ট'। নামানো হয়েছিল ২০০ জন দমকল কর্মীকে। তবে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রায় ৬ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ওই ভবনে আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দমকল কর্মীরা।

বাড়িটা পাহাড়ের এতটাই উঁচুতে যে, অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া ওপরে ওঠা অসম্ভব। নাৎসিদের তৈরি এই বাড়িটি হিটলার তাঁর ১৯৩৯ সালের জন্মদিনে উদ্বোধন করেন। আগে এই অঞ্চলে পৌঁছোতে পারতেন না কোনও সাধারণ মানুষ। 'ইগল্‌স নেস্ট'-এ ঢুকতে হলে নাৎসিদের একটা টানেল দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ভেতরে বসানো ১২৪ ফুট উঁচু লিফটে করে উঠতে হত। আপাতত ওই বাড়িতে যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ। হিটলারের হলোকাস্টে লক্ষ লক্ষ ইহুদি, রোমা, এলজিবিটিকিউ এবং কমিউনিস্টদের গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে না হিটলারের প্রিয় আশ্রয়কে কেন এভাবে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

● *সোনালি কর্মকার*
চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লি

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

দুর্নীতি ঠেকাতে ৫০০, ২০০০ টাকার নোট বাতিল হোক

সংবাদ সংস্থা
অমরাবতী, ১০ নভেম্বর

'দুর্নীতি ঠেকাতে ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট বাতিল করা হোক।' নোটবন্দির এক দশক পূর্তিতে এই দাবি তুললেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু। তাঁর বক্তব্য, বড় অঙ্কের নোটের মাধ্যমে নগদ লেনদেন বন্ধ করে দিলেই দুর্নীতি ঠেকানো যাবে। চন্দ্রবাবু বলেন, 'দুর্নীতি ঠেকাতে ৫০০ এবং ২০০০ টাকার বড় নোটগুলি বাতিল করা উচিত। বাজারে ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট থাকলেই যথেষ্ট।'

এনডিএ-র দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিকদলের নেতা জানান, ডিজিটাল কারেন্সি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরির সময় নিজের মতামত জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। এ বারও সেই দাবি জানাচ্ছেন তিনি। চন্দ্রবাবুর যুক্তি, 'দুর্নীতির চক্র ভেঙে ফেলা সম্ভব হলে দেশে সম্পদ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রক্রিয়া সহজতর হবে।' তাঁর মতে, 'নির্বাচনে বিপুল টাকা খরচ করে জেতার প্রবণতা দুর্নীতির অন্যতম কারণ। ভোটে অর্থের প্রভাব কমানো গেলে রাজনীতিতে জনসেবার মানসিকতা বাড়বে।'

দাবি চন্দ্রবাবুর

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর মোদি সরকার ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোটকে রাতারাতি বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল। কালো টাকার রমরমা ঠেকাতে নোটবন্দির সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বাতিল হওয়া নোটের সিংহভাগই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিল।

আইএসসি পরীক্ষা শুরু ৯ই, আইসিএসই ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

২০২৭ সালের বোর্ড পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করল কাউন্সিল ফর দি ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনস (সিআইসিএসই)। মঙ্গলবার বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দশম শ্রেণির আইসিএসই পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি এবং দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। দুটি পরীক্ষায় বসবেন মোট ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৮০ জন পরীক্ষার্থী। আইসিএসই-তে মোট ৭৬টি বিষয় বা পেপার থাকবে। আইএসসি নেওয়া হবে ৬০টি বিষয়ে। সিআইসিএসই-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও সচিব জোসেফ ইমানুয়েল জানিয়েছেন, পরীক্ষা চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ভারত ও বিদেশের মোট ২,৮৩৫টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। আইসিএসই পরীক্ষার সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী উত্তরপ্রদেশের। ৫১,১৬৮ জন। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গ। পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৪৬,৫২১ জন। ২০২৭ সাল থেকে পরীক্ষার দিন পড়ুয়াদের প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য সময় দেওয়া হবে সকাল ১০টা থেকে। উত্তর লেখার সময় শুরু সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। আগে প্রশ্ন পড়ার সময় শুরু হত সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে, উত্তর লেখা শুরু হত সকাল ১১টায়।

দিল্লির দূষণ: এখনও উদ্বেগ কমল না

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার দিল্লির দূষণের মাত্রা সামান্য কমে 'খুব খারাপ' থেকে 'খারাপ'-এ নেমেছে। দিল্লিতে বাতাসের বেগ বাড়ায় দিল্লির গড় দূষণ সূচক ২৯৯-এ নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (সিপিসিবি) রিপোর্ট অনুযায়ী, দেওয়ালির দিন রাজধানীর গড় বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ৩৭৬-এ উঠেছিল। যা গত পাঁচ বছরের দেওয়ালির দিনের তুলনায় সব থেকে খারাপ। এর মধ্যেই দিল্লির দূষণ মোকাবিলায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা সরকারকে দু'সপ্তাহের রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। ২৩ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

হলফনামা চাইল সুপ্রিম কোর্ট
সাইবার অপরাধ রুখতে কী পদক্ষেপ করেছে সমাজমাধ্যম

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

সাইবার অপরাধ রুখতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ-সহ অন্য সমাজমাধ্যমগুলিকে তা জানানোর নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। ২৯ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হয়। আদালতের নির্দেশ, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সমাজমাধ্যমগুলিকে সাইবার অপরাধ ঠেকানোর রূপরেখা সম্পর্কে হলফনামা জমা দিতে হবে। সেই তথ্য জানাতে হবে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টারকেও। ২৩ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

আদালতে হোয়াটসঅ্যাপের আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, সাইবার অপরাধ রুখতে প্রায় ৯৪০০টি সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি চিহ্নিত করার কাজও চলছে। পাশাপাশি, ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতে বিশেষ সফটঅ্যার তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। শুধু সমাজমাধ্যম নয়, সাইবার জালিয়াতি রুখতে ব্যাঙ্কগুলিকেও দায়িত্ব নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ, ব্যাঙ্কের নজরদারিতে গাফিলতির কারণে কোনও গ্রাহক প্রতারণার শিকার হলে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, কোনও গ্রাহক হঠাৎ স্বাভাবিক লেনদেনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানোর চেষ্টা করলে ব্যাঙ্ক কেন সতর্ক হয় না? আদালতের নির্দেশ, এই ধরনের অস্বাভাবিক লেনদেন নজরে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আদালত জানিয়েছে, চলতি বছরে সাইবার অপরাধের ঘটনা প্রায় ৫০ শতাংশ কমলেও সাধারণ মানুষের প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ডিজিপি পদমর্যাদার পুলিশকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' সংক্রান্ত এফআইআর এবং তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জিত রায় প্রয়াত

সংবাদ সংস্থা
জয়পুর, ১০ নভেম্বর

প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেয়ারফুট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জিত রায়। রাজস্থানের আজমেঢ়ের তিলোনিয়ার বাড়িতে মঙ্গলবার সকালে তিনি প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এদিন সকাল ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তখন পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সমাজকর্মী অরুণা রায় এবং ঘনিষ্ঠজনেরা।



সঞ্জিত রায়

১৯৭২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। পরে সেটাই বেয়ারফুট কলেজ হিসেবে বিখ্যাত হয়। রাজস্থানের ছোট একটা গ্রামকে গ্রামীণ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন সঞ্জিত রায়। গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলিকে আত্মনির্ভর করে তোলার কাজে তিনি পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে বিহারের দুর্ভিক্ষে লোকের দুর্দশা দেখার পর কেরিয়ার ছেড়ে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে আজমেঢ়ের তিলোনিয়ায় গিয়ে মেঘরাজ নামের এক কৃষকের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়ের লক্ষ্যে কুয়ো খোঁড়া শুরু করেন। ১৯৭২ সালে গড়ে তোলেন সোশ্যাল ওয়ার্ক ও রিসার্চ সেন্টার, পরে যা বেয়ারফুট কলেজ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়। সেখানে সারা দিন কাজের পর রাতে লেখাপড়া শিখত চাষি পরিবারের ছেলেমেয়েরা। ওই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে সৌরালোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সোলার মামা নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে ভূষিত হন পদ্মশ্রী সম্মানে।

স্মৃতিকথায় সোনিয়া

● ১ পাতার পর

পোশাকি নাম 'অপারেশন ব্লুস্টার'। মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। নীরবে চোখের জল ফেলেন ইন্দিরা। ওই বছরই ৩১ অক্টোবর দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন। এরপর পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়ে দাঙ্গায় শুধু দিল্লিতেই ২ হাজার শিখ ধর্মাবলম্বীর মৃত্যু হয়।

'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'-এর একটি বড় অংশ জুড়ে আছে জরুরি অবস্থা। সোনিয়ার লিখিত বয়ান অনুযায়ী, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর দেওর সঞ্জয় গান্ধীর। 'সে তখন ৩০-এর যুবা, সব বিষয়ে বড় তাড়া ছিল।' যদিও পণপ্রথা, জাতিভেদ, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনার মতো কর্মসূচিতে সঞ্জয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথাও লিখেছেন সোনিয়া। নেত্রী লিখেছেন, 'জরুরি অবস্থা নিয়ে বড় একটা স্বস্তিতে ছিলেন না ইন্দিরা গান্ধী। বিশেষত, জরুরি অবস্থা ঘোষণা-পরবর্তী সময়ে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে। রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েন সঞ্জয়ও। সোনিয়ার কথায়, তাঁর স্বামী রাজীবের মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের চাপে সায় দিয়েছেন মা ইন্দিরা। তার জন্য তিনি রাজনৈতিক ভাবে কোণঠাসা হতে পারেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন। এবং একরাতের মধ্যে আটক হয়েছিলেন বিরোধী দলের বহু নেতা, কর্মী। নিষিদ্ধ হয়েছিল মিছিল, জমায়েত, সংবাদপত্রের প্রকাশ। স্মৃতিকথায় তাতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

স্মৃতিকথার একটা বড় অংশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে ভারতে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অবক্ষয় নিয়ে নালিশ জানিয়েছেন সোনিয়া। একদা বিশ্বে সম্ভ্রমের জায়গা আদায় করে নেওয়া কিছু গণতন্ত্রের মধ্যে থাকা ভারতের কীভাবে গত এক দশকের বেশি সময়ে ক্রমপতন হয়েছে, তাই নিয়ে আফসোস করেছেন। ৫২৬ পৃষ্ঠার স্মৃতিকথায় সোনিয়া লিখেছেন, ৮০ বছর ধরে সযত্নে লালিত বিবিধের মধ্যে ঐক্যের ভাবনাকে খাটো করেছে বর্তমান সরকার। সঙ্ঘের কথায় যেভাবে নতুন পাঠ্যসূচি পাল্টাচ্ছে, সংযোজন হচ্ছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভা সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন না। তা-ও লিখেছেন।

সাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞানের বিভাজন ঘুচিয়ে বুকার এম জন হ্যারিসনের

আজকালের প্রতিবেদন

৮১ বছর বয়সে ২০২৬ সালের বুকার পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন ব্রিটিশ লেখক এম জন হ্যারিসন। তাঁর উপন্যাস 'দি এন্ড অফ এভরিথিং'-এর জন্য সোমবার এই পুরস্কার পেলেন। বুকারের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বয়স্ক। ১৯৮ পাতার উপন্যাসটি মনোনয়ন তালিকায় থাকা সবচেয়ে ছোট উপন্যাসও বটে। ইতিহাসবিদ মেরি বিয়ার্ডের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্যানেল ১৬৩টি উপন্যাসের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত ছ'টি বই বেছে নেয়। বিজয়ীকে বাছতে বিচারকদের পুরো এক দিন আলোচনা করতে হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডের রাগবি শহরে জন্ম হ্যারিসনের। ১৯৬৬ সাল থেকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রিটিশ কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের 'নিউ ওয়েভ' আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক তিনি। ১৯৬৮ সালে লন্ডনে চলে আসার পর 'নিউ ওয়ার্ল্ডস' পত্রিকার বই বিভাগ সম্পাদনার দায়িত্ব পান। এই পত্রিকাই ছিল ব্রিটিশ নিউ ওয়েভ কল্পবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। তাঁর প্রথম দিকের লেখার মধ্যে 'ভিরিকোনিয়াম' উপন্যাসমালা এক ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমাগত রূপ বদলানো কাল্পনিক শহরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।



বুকার জয়ের ট্রফি হাতে লেখক এম জন হ্যারিসন। লন্ডনে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'ক্লাইম্বার্স' উপন্যাসটি তাঁর নিজের পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এই বইয়ের জন্য বোর্ডম্যান টাস্কার পুরস্কার পায় প্রথম কোনও কথাসাহিত্য। তবে নিজেকে শুধু কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসেবে বলতে নারাজ হ্যারিসন। দি এন্ড অফ এভরিথিং-এর পটভূমি ভবিষ্যতের এক বিপর্যস্ত ব্রিটেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র ফিলিপ টেন্যান্ট। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে সমুদ্রের জলে ভেসে আসা নানা জিনিস সংগ্রহ করেই দিন কাটে তার। তার সঙ্গে থাকেন বৃদ্ধা পিসি মার্নি। মার্নির স্মৃতিভ্রংশ রয়েছে, তবে তিনি স্বাধীনচেতা, সঙ্গে থাকে একটা পিস্তল।

অজ্ঞাত এক বিপর্যয়ে পৃথিবী বদলে গিয়েছে। সরকার অকার্যকর, ইওরোপ যেন মানচিত্র থেকেই উধাও। সমুদ্রে দেখা দিতে শুরু করেছে অদ্ভুত সব প্রাণী। এর মধ্যেই ফিলিপ জলে একটি রহস্যময় বস্তু খুঁজে পায়। বস্তুটি ক্রমাগত রূপ বদলায়। সেটিকে জনবসতি থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ফিলিপ জড়িয়ে পড়ে আরও বড় বিপদের মধ্যে। রহস্যময় প্রাণীদের নাম আইগেটি। এরা বিশাল আকারের জীব। কেউ মনে করে তারা এসেছে অ্যাস্ট্রাল প্লেন থেকে, কেউ আবার ভাবে ইন্টারনেট থেকেই তাদের আবির্ভাব। হ্যারিসন জানিয়েছেন, সমসাময়িক ঘটনাবলি থেকেই উপন্যাসটির ভাবনা এসেছে। ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটও বইটির অন্যতম অনুপ্রেরণা। এবারের পুরস্কার জিতে হ্যারিসন মূলধারার সাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞানের দীর্ঘদিনের বিভাজন নিয়েও নতুন আলোচনারও জন্ম দিলেন।

দীপাবলিতে সরকারি ছুটি আমেরিকায়?

আমেরিকায় দীপাবলির দিন সরকারি ছুটি দেওয়ার জন্য নতুন করে বিল পেশ করলেন মার্কিন আইন প্রণেতারা। কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংয়ের নেতৃত্বে সোমবার বিলটি ফের পেশ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে প্রথম এই প্রস্তাব আনা হয়েছিল। নতুন বিলটির পক্ষে রয়েছেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন আইনপ্রণেতা অমি বেরা, রাজা কৃষ্ণমূর্তি, সুহাস সুব্রহ্মণ্যম, শ্রী থানেদার এবং রো খান্নাও রয়েছেন। বিলটির নাম 'দিওয়ালি ডে অ্যাক্ট'। কংগ্রেসনাল এশিয়ান প্যাসিফিক আমেরিকান ককাসের চেয়ারপার্সন মেংয়ের বক্তব্য, এই উদ্যোগের ফলে মার্কিন নাগরিকরা দীপাবলির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি স্বীকৃতি জানানোও সম্ভব হবে। আইনটি পাশ হলে দীপাবলি হবে আমেরিকার ১২তম রেজিস্টার্ড জাতীয় ছুটি।

'আদর্শ আচরণবিধি' নিয়ে বড় নির্দেশ

'আদর্শ আচরণবিধি' (এমসিসি)-র আওতায় কর্মরত সরকারি কর্মীদের ওপর যে বিধিনিষেধগুলি প্রযোজ্য, সেগুলি রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে। গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে ২০২৭ সালের শুরুতেই বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। এই রাজ্যগুলোর মুখ্যসচিব এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবশ্যই রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকারপোষিত সমস্ত সংস্থা, কমিটি, কর্পোরেশন, কমিশন এবং তাদের কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

**তামিলনাড়ুর হোসুরের কাছে একটি কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু হয়েছে তিনজন শ্রমিকের। সোমবার ঘটনাটি ঘটলেও মঙ্গলবার পুলিশ একথা জানিয়েছে। বর্জ্য জল জমিয়ে রাখার একটি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময়ই বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। শিল্পমন্ত্রী এস কীর্তনা এক বিবৃতিতে জানান, তিনি গভীর ভাবে মর্মাহত। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। মৃত তিন শ্রমিকের নাম শরৎ কুমার (২৫

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল মেঘাওয়ালের

আজকালের প্রতিবেদন

সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিধির সাংবিধানিক ভিত্তি যা, তাতে এই আইনের প্রয়োগ শুধুমাত্র দেশের কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন। মঙ্গলবার একথা বলেন আইন ও বিচার বিভাগ এবং সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘাওয়াল।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োগ কি বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি ক্রমে সারা দেশে কার্যকর করা হবে, এ প্রশ্নের উত্তরে মেঘাওয়াল বলেন, 'সংবিধান পরিষদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আলোচিত হয়েছিল। এবং সংবিধান প্রণেতারা ৪৪ ধারার আওতায় এটিকে রাখার একটি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই বিষয়ের ওপর সুপ্রিম কোর্টও একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করেছে। এটা আশার কথা যে, কিছু রাজ্য এটিকে কার্যকর করতে এগিয়ে এসেছে। গোয়ায় অনেক দিন ধরে একটা সাধারণ দেওয়ানি বিধি চালু রয়েছে। যখন বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় ছিল না, তখনও এটা চালু ছিল।' একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে একথা বলেন তিনি।

মেঘাওয়াল বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে, অভিন্ন দেওয়ান বিধি সারা দেশেই চালু করা উচিত। এই লক্ষ্যপূরণে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি শুধুমাত্র কয়েকটি মাত্র রাজ্যে চালু থাকবে, এরও কোনও যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারেও বিষয়টি উঠে আসছে।'

২০২৪ সালে উত্তরাখণ্ডে প্রথম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়েছে। একমাত্র এই রাজ্যটিই এই আইন পুরোপুরি কার্যকর করেছে। পরে গুজরাটে এই আইন পাশ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অসমই প্রথম রাজ্য, যারা ২০২৬-এর মে মাসে এই আইন পাস করে। মধ্যপ্রদেশও এই আইন কার্যকর করার দিকে এগিয়েছে। এ বছরের আগস্টে রাজ্যের বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে বিষয়টিকে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিজেপির অন্যতম মতাদর্শগত ইস্যু। অমিত শাহ আগেই বলেছেন, বিজেপির সূচনাকাল থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করাটা দলের অঙ্গীকার। তিনি একথাও বলেছেন যে, ২০২৯-এর আগে দেশের বিজেপিশাসিত সব রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে অস্থিরতা গাড়িতে আগুন, বোমা

সমীর দে

ঢাকা, ১০ নভেম্বর

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাতারাতি অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বাড়ছে হিংসাত্মক ঘটনা। বাস, ট্রাক, পণ্যবাহী যান, এমনকী ট্রেনের বগিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় ককটেল ও অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরা নিয়ে যখন রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত, ঠিক সেই সময়ে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সব ঘটনায় আওয়ামি লিগের হাত দেখছে সরকার। যদিও দল তা অস্বীকার করেছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে, এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই।

মঙ্গলবার ফরিদপুরে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানী ঢাকাতেও ককটেল বিস্ফোরণ ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা থামছে না। গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিক নাশকতায় নগর জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দফায় দফায় ককটেল বিস্ফোরণের পাশাপাশি মঙ্গলবার রাজধানীতে ফার্মগেট ও মিরপুরে দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, আদালত, রেলস্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশপাশে এসব বিস্ফোরণের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। শুধুমাত্র মঙ্গলবার একদিনেই সারা দেশে অন্তত ১০টি যানবাহন ও একটি ট্রেনে আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদিন রাজধানীর ফার্মগেট মেট্রো স্টেশনের নীচে লাভলি পরিবহণের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। আগের দিন সোমবারও ফার্মগেটে একই জায়গায় একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছিল। মিরপুর ১১ নম্বর এলাকায় বসুমতি পরিবহণের আরেকটি বাসেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ভাটারা ও নতুন বাজার এলাকায় একটি স্কুলবাসে আগুন দেওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে গত ৫ দিনে সারাদেশে অন্তত ৩০টি পরিবহণে আগুন দেওয়া হয়েছে। সোমবার সাভার ও ধামরাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা অন্তত দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। গাজিপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা এলাকায় আজমেরি গ্লোরি পরিবহণের দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। একই ঘটনায় একটি কাভার্ড ভ্যানও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

লাদাখে ৮ স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন ৪ ডিসেম্বর

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১০ নভেম্বর

কেন্দ্রশাসিত লাদাখের আটটি জেলায় স্বশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করল লাদাখের নির্বাচন কমিশন। আগামী ৪ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। ডিসেম্বরের ঠান্ডায় ভোট না করানোর দাবি উঠলেও নির্বাচন ঘোষণা করায় ক্ষুব্ধ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। মঙ্গলবার লাদাখের উপরাজ্যপাল বিনয় সাক্সেনার অনুমতি ক্রমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

ভোট হবে লেহ, কারগিল, সাঙ্কু, চাংথাং, নুব্রা, শাম, জাসকর, দ্রাস জেলার মোট ১০০টি আসনে। এদিন থেকে আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র জমা। এর আগে লাদাখে লেহ ও কারগিল পার্বত্য পরিষদ ছিল। এবারে মোট আট জেলায় আটটি স্বশাসিত পরিষদ গঠিত হয়েছে। লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার ও পূর্ণ রাজ্যের দাবিতে লাদাখ জুড়ে আন্দোলন চলছে। তার মধ্যেই এই নির্বাচন ঘোষণায় অসন্তুষ্ট সেখানকার বিভিন্ন সংগঠন।

নির্বাচন ঘোষণার প্রতিবাদে লাদাখ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, লাদাখ গোম্ফা অ্যাসোসিয়েশন এবং লাদাখ নাম্বারদার অ্যাসোসিয়েশন এদিন নির্বাচন বয়কটের বিষয়ে আলোচনার ডাক দিয়েছে।

ইরানে আক্রমণে ট্রাম্পকে চাপ বিবির

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন, ১০ নভেম্বর

তেহরানে ফের হামলা চালানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দিচ্ছেন ইজায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। প্রতিদিন ফোন করছেন। ইজরায়েল-আমেরিকা যৌথ ভাবে ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে হামলা চালিয়েছে। এখন ট্রাম্প যুদ্ধে ইতি টানার ভাবনাচিন্তা করছেন। কিন্তু ফের ইরান আক্রমণে মরিয়া নেতানিয়াহু। সেই খবর প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে ফিনান্সিয়াল টাইমস। এদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবির পর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথকে ইমপিচ করার প্রস্তাব উঠল রিপাবলিকান পার্টির অন্দরমহল থেকে।

ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহল এক ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নেতানিয়াহু প্রতিদিন ট্রাম্পকে ফোন করে যুদ্ধ শুরু করতে বলছেন। আর হোয়াইট হাউসের ভেতরে ও বাইরে যুদ্ধবিরোধীরা তা ঠেকানোর চেষ্টা করছেন।' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু চাপ দিলেও আরবের নেতারা ট্রাম্পকে কূটনীতির পথ ধরে যুদ্ধ থামানোর বার্তা দিয়েছেন। ট্রাম্পের মুখেও ছোটখাটো হামলার কথা শোনা গেছে। পুরোদস্তুর যুদ্ধ থেকে দূরত্ব রাখতে চাইছেন। এমনকী শিগগির যুদ্ধ বন্ধ হতে পারেসেই ইঙ্গিতও করেছেন ট্রাম্প।

ওদিকে আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনেও ইরান যুদ্ধের ছাপ পরিষ্কার। ভোটের আগেই যুদ্ধ-বিরোধী আওয়াজ উঠেছিল আমেরিকার ভেতরে। কান দেননি ট্রাম্প। নির্বাচনে পরাজয়ের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবকে ইমপিচ করার দাবি জোরালো হচ্ছে প্রশাসনের ভেতরে।

এনসিপি: সিদ্ধান্ত নেবেন শারদ-সুনেত্রা

সংবাদ সংস্থা

মুম্বই, ১০ নভেম্বর

এনসিপি ও এনসিপি (এসপি)-র পুনর্মিলন হচ্ছে? এনসিপির প্রফুল প্যাটেল ও পার্থ পাওয়ার এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'শারদ পাওয়ার ও সুনেত্রা পাওয়ার উত্তর দিতে পারবেন। তবে এনসিপির পুনর্মিলন হলে আমাদের জানাতে হবে।'

দীপাবলি উপলক্ষে মুম্বইয়ের সরকারি বাসভবন 'বর্ষা'য় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ফড়নবিশ। তখন এনসিপির পুনর্মিলন হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ফড়নবিশ বলেন, 'ওরা

মন্তব্য ফড়নবিশের

(শারদ পাওয়ার ও সুনেত্রা পাওয়ার) যদি একজোট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে ওরাই আমাদের বলবেন। কারণ, আমাদের ছাড়া পুনর্মিলন সম্ভব নয়। এখনও কেউ আমাদের কিছু বলেননি।'

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon ! ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (সিওএসএএম) পুরুলিয়া, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রাধাকৃষ্ণ মোড়, শশধর গাঙ্গুলি রোড, রাজা বাঁধ পাড়া, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)-৭২৩১০১। ই-মেল: cs8301@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা/ স্বত্বধারকর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) নির্ধারিত তারিখে অনাদায়ী বকেয়া গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকা) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১	**শাখা: সাঁওতালডিহ** **১. মেসার্স লক্ষ্মী অটো, প্রোপ্রাইটর:** মিঃ রাকেশ পাণ্ডে, পিতা- বাসুদেব পাণ্ডে, কানকি বাজার, পোঃঅঃ- বোগরা, থানা- সাঁওতালডিহ, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১৪৫ **২. মিঃ রাকেশ পাণ্ডে,** পিতা- বাসুদেব পাণ্ডে, কানকি বাজার, পোঃঅঃ- বোগরা, থানা- সাঁওতালডিহ, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১৪৫ **৩. মিসেস লক্ষ্মীবালা দেবী (জামিনদার),** স্বামী- প্রয়াত ভোলানাথ পাণ্ডে, কানকি বাজার, পোঃঅঃ- বোগরা, থানা- সাঁওতালডিহ, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১৪৫	১৯৮৫ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৫৭৭২ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৬৫, আর এস খতিয়ান নং ৪৯২, এল আর খতিয়ান নং ৪৯২, আর এস প্লট নং ১৫৬৪, জমির পরিমাপ ৮.০০ ডেসিমেল, রূপান্তরিত (৩৫.০০ ডেসিমেলের মধ্যে), মৌজা- কানকি, পোঃঅঃ- বোগরা, থানা- সাঁওতালডিহ, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস লক্ষ্মীবালা দেবী, স্বামী- প্রয়াত ভোলানাথ পাণ্ডে, মেসার্স লক্ষ্মী অটোর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে।	ক) ০৩.০২.২০২২ খ) ₹২৯,০৫,০৩৬.৩০ (০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ২৯.০৭.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩৪.৭৮ লক্ষ খ) ₹৩.৪৮ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
২	**শাখা: কোতুলপুর** **১. মিঃ গণেশ রুইদাস,** পিতা- রবি পদ রুইদাস, গ্রাম- জামশোলা, পোঃঅঃ- গালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৫৪ **২. মিসেস মঞ্জু রুইদাস,** স্বামী- গণেশ রুইদাস, গ্রাম- জামশোলা, পোঃঅঃ- গালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৫৪ **৩. মিঃ রবি পদ রুইদাস,** গ্রাম- জামশোলা, পোঃঅঃ- গালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৫৪ **৪. মিঃ কার্তিক রুইদাস,** গ্রাম- জামশোলা, পোঃঅঃ- গালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৫৪	নিম্নোক্ত ০.০৫০ একর পরিমাপের জমি এবং এর ওপর অবস্থিত ভবনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০৯, এল আর খতিয়ান নং ২৩৭৩, দাগ নং ১৫৯১, মৌজা- অভিরামপুর, পোঃঅঃ- গালিয়া, থানা- জয়পুর, জেলা- বাঁকুড়া। ২০১৪ সালের দান দলিল নং ২৬৮৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ গণেশ রুইদাস, পিতা- রবিপদ রুইদাস।	ক) ১০.০১.২০২৫ খ) ₹৫,৬৭,৮২২.১০ ২৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তী সুদ এবং মাশুল গ) ২৬.০৩.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩৭.১৬ লক্ষ খ) ₹৩.৭১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৩	**শাখা: কদমাঘাটি** **১. শেখ ইকবাল হোসেন,** পিতা- শেখ নওশাদ আলি, গ্রাম- সাহানগর, পোঃঅঃ- পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৩৯ **২. মিসেস জেসমিনা ইয়াসমিন (জামিনদার),** স্বামী- শেখ তাহের আলি, দুর্গাপুর বাইপাস রোড, লালবাজার, পোঃঅঃ ও থানা- বাঁকুড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১০১	নিম্নোক্ত ০.০৫০ একর মাপের জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২০৫, এল আর প্লট নং ১৪১৮, এল আর খতিয়ান নং ১৬৪২, মৌজা- দেমুরারি গোপীনাথপুর, জেলা- বাঁকুড়া, বই নং ১, ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১২৪২-১২৫০-তে নথিভুক্ত ২০১৩ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I-৪৭৯/১৩ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: জেসমিনা ইয়াসমিন, শেখ ইকবাল হোসেনের অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে।	ক) ১৩.০২.২০২৪ খ) ₹১৪,৪৩,৩৭৫.৬৫ ২৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তী সুদ এবং মাশুল গ) ০৩.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫৭.১৬ লক্ষ খ) ₹৫.৭১ লক্ষ গ) ₹০.৫০ লক্ষ	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৪	**শাখা: ওন্দা** **১. মেসার্স সুষমা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: মিসেস সুষমা রায়** গ্রাম ও মৌজা- জামতাড়া, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪ **২. মিসেস সুষমা রায়,** স্বামী- উমাশঙ্কর রায়, মেসার্স সুষমা এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর, গ্রাম ও মৌজা- জামতাড়া, নিশ্চিন্তপুর, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪ **৩. মিঃ প্রণব রায়,** পিতা- প্রয়াত তুলসী দাস রায়, গ্রাম ও মৌজা- জামতাড়া, নিশ্চিন্তপুর, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪	সামান্য কমবেশি ০.০২ একর মাপের বাস্তু জমি এবং এর উপরিস্থিত বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৩২, এল আর প্লট নং ৩১১, এল আর খতিয়ান নং ৫০৪ ও ৫০৫, মৌজা- জামতাড়া, নিকিঞ্জপুর পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ)। এডিএসআর ওন্দা সমীপে ভলিউম নং ০১০৮-২০১৭, পৃষ্ঠা নং ১৭১৯৩ থেকে ১৭২১৬-তে নথিভুক্ত ২৮.০৬.২০১৭ তারিখের দলিল নং I-০১০৮০১১৪৬/২০১৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ প্রণব রায়, পিতা- প্রয়াত তুলসীদাস রায় এবং মিসেস সুষমা রায়, স্বামী- প্রয়াত উমাশঙ্কর রায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- বারিদ বরণ রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ- সীমানা প্রাচীর-সহ সত্যকিঙ্কর রায়ের ফাঁকা জমি; পূর্ব- বারিদ বরণ রায়ের সম্পত্তি; পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া পিসিসি রাস্তা।	ক) ০১.০৩.২০২৫ খ) ₹২৫,৯০,৩৬৬.০০ ২৮.০২.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তী সুদ এবং মাশুল গ) ১৩.০৮.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৫.৫০ লক্ষ খ) ₹১.৫৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য: **ব্যাঙ্কের জানা নেই**

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **লট নং ১ থেকে ৪-এর ক্ষেত্রে ২৬.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

তারিখ: ১১.১১.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট-এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যুনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয়, গ্রেটার কলকাতা: ৩, মিডলটন রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

ইজারার ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

''ব্যাঙ্কের একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক আরসিসি প্রেমিসেস প্রয়োজন, যার কার্পেট এরিয়া **১২০০ বর্গফুট** (± **১০%** কমবেশি হতে পারে), যা এখনই ব্যবহারযোগ্য বা নির্মীয়মান (২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে হবে) অবস্থায় রয়েছে এবং এটি **পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কৈখালিতে** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিআইপি রোডে, ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাড়ির মালিককে বিআইএস স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী 'বি' শ্রেণির স্ট্রং রুম নির্মাণ করতে হবে এবং ব্যাঙ্কের নামে কমপক্ষে ২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.unionbankofindia.com / ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in** দেখুন। **নির্ধারিত ফরম্যাটে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬.১১.২০২৬, দুপুর ৩টে পর্যন্ত।** কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও বা সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যানের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।''

আঞ্চলিক প্রধান

দ্রষ্টব্য: প্রযুক্তিগত কারণে প্রকাশনা এবং টেন্ডার আপলোডের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। তবে, টেন্ডার খোলার তারিখগুলি টেন্ডার আপলোডের পরে অনুমোদিত তারিখ অনুযায়ী হবে।

দাবি বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (নিম্নলিখিত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টি হিসেবে ক্ষমতাবলে ক্রিয়ারত) (এখানে এর পরে 'এআরসিআইএল' হিসেবে উল্লিখিত) হল কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত ও সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'সারফায়েসি অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত) অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নিবন্ধীকৃত একটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি; এবং যেহেতু এখানে নীচে প্রদর্শিত তালিকার ২ নং কলামে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ প্রকৃত ঋণদাতাদের থেকে ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু এআরসিআইএল এখানে নীচের তালিকায় উল্লিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলির প্রেক্ষিতে সম্পর্কিত আর্থিক পরিসম্পদগুলি অধিগ্রহণ করেছে; এবং যেহেতু উক্ত অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এআরসিআইএল সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ২-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে এখানে নীচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ-এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অপ্রযুক্ত সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁদের কয়েকজনের প্রতি ওই বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পরিষেবিত করা সম্ভব হয়নি।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং/ প্রকৃত ঋণদাতার নাম/ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ/ ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে মোট অনাদায়ী অর্থাঙ্ক (₹)
১)	এলএএন: ১৯৪০০০০৪৩৪৩১ প্রকৃত ঋণদাতা: পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৫.১০.২০২৬ ট্রাস্টের নাম: এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮	নির্মল চন্দ্র মজুমদার / ঝুমা মজুমদার / পরিমল মজুমদার	₹৩৯,১৪,৮৭৫.৯৪ ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ অনুযায়ী
	সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা জমি, যার স্থিতি ও বিবরণ: এলওপি নং ৪০৯, আর এস প্লট নং ৬৩২ (অংশ), মৌজা- কাটাগঞ্জ, জে এল নং ৭৪, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩৯৪/৩৫১ এবং প্রেমিসেস নং ১/৪০৯/এ, কাটাগঞ্জ নামে পরিচিত ও চিহ্নিত, কল্যাণপুর পুরসভার ১২ নং পুর ওয়ার্ডের অন্তর্গত, থানা এবং এসআরও- কল্যাণী, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত জমির চৌহদ্দি ও

রিল বানাতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২

বেপরোয়া গতিতে বাইকে চেপে রিল বানাতে গিয়ে অন্য বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে প্রাণ গেল দু'জনের। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। বসিরহাটের আখারপুরের কাছে ওল্ড সাতক্ষীরা রোডের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাবির আলি গাজির (৩২)। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় মদন ঘোষের (৫৫)। দু'জন গুরুতর আহত। পান ব্যবসায়ী মদন ঘোষ ও তাঁর ছেলে শোভন ঘোষ বাইকে করে ইটিভার বাড়িতে ফিরছিলেন। উল্টো দিক থেকে দুরন্ত গতির একটি বাইকে দু'জন ভিডিও ছবি তুলতে তুলতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে বাইকটিকে। চারজনই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন।

সিবিআই অফিসার সেজে প্রতারণা, ধৃত

সিবিআই অফিসার সেজে এসএসসি অফিসে ঢুকে প্রতারণার অভিযোগে ধরা পড়েছে তিনজন। ধৃতেরা হল বিপর্ষি বোস, শুভম সরকার এবং পল্লব মণ্ডল। মঙ্গলবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে হাজির করা হয়। সরকারি কৌঁসুলি সাজ্জাদ আলি খান সওয়ালে বলেন, সিবিআইয়ের বিভিন্ন পদাধিকারী বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে নিজাম প্যালেসে গিয়েছিল তারা। সঙ্গে ছিল ভুয়ো আই কার্ড, গাড়িতে লেখা ছিল 'সিবিআই'। তারা স্টাফ সিলেকশন কমিশনের দপ্তরে গিয়েছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ সেজে তোলাবাজি, গ্রেপ্তার

যাদবপুরে পুলিশ সেজে তোলাবাজির অভিযোগে ধরা পড়েছে তারক দাস নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ধৃতকে পুলিশ আলিপুর আদালতে হাজির করে। সরকারি কৌঁসুলি সাজ্জাদ আলি খান সওয়ালে জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ রয়েছে। আদালত ধৃতকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পরেশরাম দাসের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত

নরেন্দ্রপুর থানায় রেখে রাতভর জেরা করা হল ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসকে। মঙ্গলবার বিধায়ককে আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিধায়কের কাছ থেকে নগদ ২ লক্ষ টাকা এবং ৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। ওই মোবাইল ফোনগুলিতে কী ধরনের তথ্য রয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে মামলার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার তদন্তের সূত্রেই এই গ্রেপ্তারি বলে জানায় পুলিশ। পরেশ রামকে সাহায্য করার অভিযোগে বিকাশ সাহানি নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারও পুলিশ হেফাজত হয়েছে।

Suraksha
Clinic & Diagnostics

সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেড

CIN: L85110WB2005PLC102265

রেজিস্টার্ড অফিস: ১২/১, প্রেমিসেস নং: ০২-০৩২৭, ডিজি ব্লক, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-মেল: investors@surakshanet.com| ওয়েবসাইট: www.surakshanet.com | ফোন: (০৩৩) ৬৬০৫ ৯৭৫০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিকের অনিরীক্ষিত (স্বতন্ত্র এবং পুঞ্জীভূত) আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

[সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুসারে]

মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিকের কোম্পানির অনিরীক্ষিত (স্বতন্ত্র এবং পুঞ্জীভূত) আর্থিক ফলাফল অনুমোদিত হয়েছে।

কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা ইস্যু করা লিমিটেড রিভিউ রিপোর্ট তৎসহ উপর্যুক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.surakshanet.com-এ উপলব্ধ এবং নীচের কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করেও দেখা যেতে পারে:

বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর আদেশানুসারে
সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জি
চেয়ারম্যান ও জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00137075

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৬

বঁক অঁফ বড়ৌদা Bank of Baroda

দাবি বিজ্ঞপ্তি

যশোর রোড শাখা, ৭৫, সোনাল প্লাজা, নাগেরবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০২৮
ফোন নং : ০৩৩-২৫৪৭১১৬৯/২৫২৯১০০২ ই মেল: JESSOR@bankofbaroda.bank.in

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:

বিজ্ঞপ্তির তারিখ/ অ্যাকাউন্টের নাম/ এনপিএর তারিখ	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি / অনাদায়ী বকেয়া	সম্পত্তির বিবরণ
ক) ০৪.১১.২০২৬ খ) তরুণ কান্তি বোস ও জয়ন্তী বোস গ) ১৬.১০.২০২৬	**মিঃ তরুণ কান্তি বোস**, ফ্ল্যাট নং ২০২, সেকেন্ড ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), হোল্ডিং নং ২০৫, শহিদ সুনীল সেন সরণি, ওয়ার্ড নং ২৪, দক্ষিণ দমদম (পুরসভা), থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০২৮ **মিসেস জয়ন্তী বোস**, ফ্ল্যাট নং ২০২, সেকেন্ড ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), হোল্ডিং নং ২০৫, শহিদ সুনীল সেন সরণি, ওয়ার্ড নং ২৪, দক্ষিণ দমদম (পুরসভা), থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০২৮	**হোম লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৪৭৫০৬০০০০০২৬০/ বকেয়া: ₹২,৯০,২৩০.৮৩/- তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ ₹৩,৩৩৩.৭৮/- এবং অপরিষেবিত সুদ : ₹৪,৯১১.০০ মোট : ₹২,৯৮,৪৭৫.৬১ (দু লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশো পঁচাত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) + ০৪.১১.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ**	সীমানা চিহ্নিত সেকেন্ড ফ্লোরে, **পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ২০২ এর সমবন্ধক, মাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৯০ বর্গফুট (চারশো নব্বই) যাতে ১ (একটি) বেডরুম, ১ (একটি) ডাইনিং কাম রুম কিচেন, ১ (একটি) টয়লেট এবং ১ (একটি) ব্যালকনি আছে,** নতুন তৈরি গ্রাউন্ড প্লাস তিনতলা বিল্ডিংয়ে, কমবেশি ৬ (ছয়) কাঠা ৩ (তিন) ছটাক বাস্তু জমিতে জি+৩ তলবিশিষ্ট আবাসিক বাড়ির কমন এলাকা, কমন প্যাসেজের ব্যবহারের অধিকার সহ নিচের জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ, মৌজা সাতগাছি, জে এল নং ২০, তৌজি নং ১৬৯, আর এস নং ১৫৪, সি এস দাগ নং ২০৮০ ও ২০৮১, আর এস দাগ নং ৫৫৯৫, ৫৫৯৩ ও ৫৫৬৩, এল আর দাগ নং ৫৫৯৩ ও ৫৫৯১, ৫৬৬১, সি এস খতিয়ান নং ২২৯, আর এস খতিয়ান নং ৯২৭ ও ৯২৯, এল আর খতিয়ান নং ৪৯৪ ও ৬৩৭৬, পুর হোল্ডিং নং ২০৫, শহিদ সুনীল সেন সরণি, কলকাতা-৭০০০২৮, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৪, থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর: বিশ্বনাথ বিশ্বাসের বাড়ি; দক্ষিণ: দীনেশ সরকারের বাড়ি; পূর্ব: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা তারপর অমর চন্দ্র দাস ও অন্যদের বাড়ি; পশ্চিম: ৯ ফুট চওড়া রাস্তা তারপর অশোক মুখার্জি ও অন্যদের বাড়ি।

ওপরে উল্লেখমতো সম্মত হারে উদ্ভূত সুদ সমেত আমাদের শাখা থেকে নেওয়া ক্যাশ ক্রেডিট/টার্ম লোনের অর্থাঙ্ক পরিশোধে আপনি/ আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনার/ আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনার/ আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, যার অন্যথা হলে এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক জামিনস্বার্থ দখলের অধিকার প্রয়োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে কোনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু-সহ এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৬ স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: এসএএম-পূর্ব মেদিনীপুর
পদুমবসান, পোঃ- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩(১)-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত]

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ('সুরক্ষিত ঋণদাতা')-এর অনুকূলে স্বাক্ষরিত নথিপত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ-এর প্রতি মঞ্জুরকৃত ঋণের সুবিধাবলির ক্ষেত্রে জামিনস্বার্থ প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

এতদ্দ্বারা সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত ঋণদাতার থেকে গৃহীত তাঁদের ঋণ/ ধারের সুবিধাবলির সুদ ও আসল পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং এই কারণে তাঁদের অ্যাকাউন্টগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তবে, সেগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং এই কারণে এই বিষয়ে এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের অবগত করানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	এই নোটিসের মাধ্যমে প্রয়োগ করা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	**ক) শ্রীমতী পৌলমী জানা মাইতি, প্রয়াত সুকান্ত মাইতির স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী** গ্রাম- কালাগেছিয়া, পোঃ ও থানা- ময়না, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬২৯। **শ্রী সৌমেন মাইতি, প্রয়াত কালিপদ মাইতির পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী** গ্রাম- কালাগেছিয়া, পোঃ ও থানা- ময়না, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬২৯। **অ্যাকাউন্ট নং: 0694306623858 (TLPHL)** **খ) শাখা অফিস: ময়না (০৬৯৪২০)**	সমবন্ধক-এর অধীনে থাকা সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি যার মধ্যে জমি এবং ভবন অন্তর্ভুক্ত এবং যা হোল্ডিং/ প্রেমিসেস নং প্লট নং ২৬১(আরএস), ২৭৯(এলআর)-এ অবস্থিত, জমির পরিমাণ (৩.৫+২.৮) = ৬.৩০ ডেসিমেল (বাস্তু), জে এল নং ২১৪, খতিয়ান নং ১৬০৮, ১৪০/১, মৌজা- কালাগেছিয়া, থানা- ময়না, এডিএসআর ময়না-এর অধীন, যা ৩.৫ ডেসিমেল জায়গার ক্ষেত্রে ২৭.০৯.২০১৩ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৩৯৭৬/২০১৩ এবং ২.৮০ ডেসিমেল জায়গার ক্ষেত্রে ১৮.০৮.১৯৮৩ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৪১৬২/১৯৮৩-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। স্থাবরিকারীর নাম: প্রয়াত সুকান্ত মাইতি এবং প্রয়াত কালিপদ মাইতি। সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে- কালিপদ মাইতি, দক্ষিণে- মদন মোহন মাইতি, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- প্লট নং ২৬২(এল আর)।	**ক) ২৮.০২.২০২৬** **খ) ০২.১১.২০২৬** **গ) ₹১৭,১৪,৫৫৭.৬১** (সতেরো লক্ষ চোদ্দো হাজার পাঁচশো সাতান্ন টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র), ০১.১১.২০২৬ অনুযায়ী, এর সাথে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ও খরচ প্রযোজ্য।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আজ পর্যন্ত সুদসমেত যাবতীয় বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণের (প্রযোজ্যমতো) প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী তাঁদের প্রতি আরও জানানো হচ্ছে যে, এই ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া ওপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি তাঁরা বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে (সাধারণ কারবারি পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না। তাঁদের আরও সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী এই বিধিবদ্ধ স্থিতাবস্থা/বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের ঘটনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনও কারণে উপরিলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি সাধারণ ব্যবসায়িক কারবারের মাধ্যমে বিক্রি করা বা ইজারায় দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ অর্থাঙ্ক বা আদায়ীকৃত উপার্জন এই ব্যাঙ্কে জমা দিতে/ পেশ করতে হবে। এমন ধরনের কোনও আদায়/উপার্জনের যথাযথ হিসাব পেশ করতেও তাঁরা দায়বদ্ধ থাকবেন।

তারিখ: ০২.১১.২০২৬ — **চিফ ম্যানেজার/ অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: তমলুক — **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিও: এসএএম-পূর্ব মেদিনীপুর**

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

সিআইএন: L65190MH2004GOI148838
৪৪ শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং: ৮২৫০২৬৬৩৯৭, ওয়েবসাইট: www.idbibank.in

[পরিশিষ্ট IV-A]
[বিধি ৮(৬)-এর শর্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)/৯(১)-এর শর্ত সহ পঠিত।

এতদ্দ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার **বাস্তবিক** দখল আইডিবিআই ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর থেকে **১৫.১২.২০২৬** তারিখে '(যেখানে যেমন আছে), 'যা যেমন আছে) এবং 'যেখানে যা কিছু আছে) ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

১৫.১২.২০২৬ তারিখে (৩০ দিনের নোটিশ) নিলাম হতে যাওয়া সম্পত্তির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ২) সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ৩) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ই.এম.ডি.) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের ধরন
১) **মিসেস অণিমা বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** বীরনগর, বাবনপুর লক গেট, বেঙ্গল এনামেল, টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২২। **আরও ঠিকানা:** অণিমা রাইস, একতলা, হোল্ডিং নং ৫৩(১৫), পোর্ট ব্লেয়ার লেন, থানা - টিটাগড়, ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০ আরও ঠিকানা: এরিনা কমপ্লেক্স, দোকান নং ২০৩ ও ২০৪ (একক অফিসে একত্রিত), মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৮৫২, এনামেল নগর বাজার রোড, মৌজা - পলতা, থানা - নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২২। ২) **মিঃ রসময় বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)** বীরনগর, বাবনপুর লক গেট, বেঙ্গল এনামেল, টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২২। **আরও ঠিকানা:** অণিমা রাইস, একতলা, পুর হোল্ডিং নং ৫৩(১৫), পোর্ট ব্লেয়ার লেন, থানা - টিটাগড়, ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০। **আরও ঠিকানা:** এরিনা কমপ্লেক্স, দোকান নং ২০৩ ও ২০৪ (একক অফিসে একত্রিত), পুর হোল্ডিং নং ৮৫২, এনামেল নগর বাজার রোড, মৌজা - পলতা, থানা - নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২২। ৩) **লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:0060675100045359 এবং 0262675100002776**	ক) ১৫.০৬.২০২৬ খ) ০৩.০৯.২০২৬ গ) ০৯.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ₹ ৯২,৮৩,৪৪৭.৯২ (কেয়ায়: বিরানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার চারশো সাতচল্লিশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র)।	**সম্পত্তি ১** **নিবন্ধিত দানদলিল নং ৮৪৬৬, তারিখ ১৮-০৮-২০১৭, রসময় বিশ্বাসের** অনুকূলে প্রায় ১৩৫৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার সমস্ত ইউনিট/অফিস/স্পেস, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, যা 'অণিমা রাইস' নামক জি+৩ তলা ভবনের সম্পূর্ণ একতলা নিয়ে গঠিত, যা সি.এস খতিয়ান নং ৭০৬-এর অধীনে সি.এস দাগ নং ১০৯, আর.এস খতিয়ান নং ৪৫৬০-এর অধীনে আর.এস দাগ নং ২৫৪-এর অংশ হিসেবে প্রায় ৩ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু জমির ওপর (সামান্য কম বা বেশি হতে পারে) নির্মিত, মৌজা - চাণক, জে.এল নং ৪, আর.এস নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত, বর্তমানে পুর হোল্ডিং নং ৫৩(১৫) পোর্ট ব্লেয়ার লেন উত্তর পিন-৭০০১২০ নামে পরিচিত ও চিহ্নিত, ব্যারাকপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৩-এর অধীনে এবং এর **সীমানা: উত্তরে:** ১৯ ফুট চওড়া পুর রাস্তা (পোর্ট ব্লেয়ার লেন), **দক্ষিণে:** ইন্দ্রনীল সোনারের জমি, **পূর্বে:** দিলীপ চক্রবর্তীর বাড়ি, **পশ্চিমে:** ১৯ ফুট চওড়া এন.এন বাগচী পুর রাস্তা। **সম্পত্তি ২** **নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিল নং ৫৭৩৯, তারিখ ১০-১২-২০১৪, রসময় বিশ্বাসের অনুকূলে (দোকান নং ২০৪-এর জন্য)নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিড নং ৫৭২১, তারিখ ১০-১২-২০১৪, অণিমা বিশ্বাসের অনুকূলে (দোকান নং ২০৩-এর জন্য)** দোকান নং ২০৪ হিসেবে ৫৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া এবং দোকান নং ২০৩ হিসেবে ১০১ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়ার সমস্ত দোকান ঘর, উভয়ই 'এরিনা কমপ্লেক্স' নামক ভবনের পূর্ব দিকে দোতলায় অবস্থিত, যা নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১০ (পুরানো) ১১ (নতুন)-এর অধীনে মৌজা পলতা, জে.এল. ৪, আর.এস ৩৭, আর.এস খতিয়ান নং ৫৪৮-এর অধীনে আর.এস দাগ নং ১৩১৪-তে অবস্থিত কমবেশি ৩ কাঠা বাস্তু জমির উপর নির্মিত, হোল্ডিং নং ৮৫২, এনামেল নগর বাজার রোড, ডাকঘর - বেঙ্গল এনামেল, থানা - নোয়াপাড়া, জেলা - ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুর-এর এক্তিয়ারাধীন, **যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** শিবদাস দেব ও অন্যান্যদের বাড়ি; **দক্ষিণে:** কালাচাঁদ দে-এর বাড়ি, **পূর্বে:** ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ; **পশ্চিমে:** ১৫ ফুট চওড়া এনামেল নগর বাজার রোড। **দায়: অজানা।**	ক) ₹ ৬৭,১২,২০০.০০ (সম্পত্তি-১) ₹ ৪০,৬১,০০০.০০ (সম্পত্তি-২) খ) ₹ ৬,৭১,২২০.০০ (সম্পত্তি-১) ₹ ৪,০৬,১০০.০০ (সম্পত্তি-২) গ) ₹ ১০,০০০/- (সম্পত্তি-১) ₹ ১০,০০০/- (সম্পত্তি-২)	বাস্তবিক
১) **মিসেস দীপ্তিরেখা মহাকুড় (ঋণগ্রহীতা)** ২) **মিঃ প্রহ্লাদ মহাকুড় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ৩) **0060675100053783 এবং 0060675100053808**	ক) ০১.০৭.২০২৩ খ) ১২.১০.২০২৬ গ) ১০.০৯.২০২২ তারিখ অনুযায়ী ₹ ২৬,১৭,৬৩৭.০০ (ছাব্বিশ লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)।	**সম্পত্তি ১** - 'সরোজিনী ভবন II' নামক ভবনে প্রথম তলায় অবস্থিত প্রায় ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল ফ্লোরিং (লিফট সুবিধা ছাড়া) ফ্ল্যাট নং ১০১, যাতে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১টি ডাইনিং, ১টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডব্লিউ.সি. রয়েছে, যা হোল্ডিং নং ৩২-এ অবস্থিত, এবং যা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যার মৌজা কোতরং, জে.এল নং ৮, এলওপি নং ৩৪১, আর.এস দাগ নং ১৩৯২, এল.আর খতিয়ান নং ৭১৫১ এবং ৭১৫০-এর অধীনে এল.আর দাগ নং ৩০৮৪, হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা - উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমানার মধ্যে, জেলা - হুগলী। **সম্পত্তি ২** - 'সরোজিনী ভবন II' নামক ভবনে ৪র্থ তলায় পূর্ব দিকে অবস্থিত কমবেশি প্রায় ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল ফ্লোরিং (লিফট সুবিধা ছাড়া) ফ্ল্যাট নং ৩০১, যাতে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১টি ডাইনিং, ১টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডব্লিউ.সি. রয়েছে, যা হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা - উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, যা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যার মৌজা কোতরং, জে.এল নং ৮, এলওপি নং ৩৪১, আর.এস দাগ নং ১৩৯২, এল.আর খতিয়ান নং ৭১৫১ এবং ৭১৫০-এর অধীনে এল.আর দাগ নং ৩০৮৪, হোল্ডিং নং ৩২, ৩২/১ অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা - উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমানার মধ্যে, জেলা - হুগলী। **দায়: অজানা।**	ক) ₹ ১৬,৯০,০০০.০০ (সম্পত্তি-১) ₹ ১৬,২৫,০০০.০০ (সম্পত্তি-২) খ) ₹ ১,৬৯,০০০.০০ (সম্পত্তি-১) ₹ ১,৬২,৫০০.০০ (সম্পত্তি-২) গ) ₹ ১০,০০০/- (সম্পত্তি-১) ₹ ১০,০০০/- (সম্পত্তি-২)	বাস্তবিক

বিড নথিতে উপস্থিত শর্তাবলীর সারাংশ:

১. এই বিক্রয়টি নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সি১ ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড, প্লট নং ৬৮, ৪ তলা, সেক্টর-৪৪, গুড়গাঁও-১২২০০৩, হরিয়ানা-এর মাধ্যমে www.clindia.com এবং www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।

২. বিড নথিগুলি কর্মদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত) কলকাতা জোনাল অ

মুখ্যমন্ত্রীর শোক

প্রয়াত সেতারশিল্পী পণ্ডিত মণিলাল নাগ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়াত হলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার অনন্য সেতারশিল্পী পদ্মশ্রী পণ্ডিত মণিলাল নাগ। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার রাতে শহরের এক হাসপাতালে জীবনাবসান হয় বর্ষীয়ান এই শিল্পীর। মঙ্গলবার সকালে হাসপাতাল থেকে মরদেহ আনা হয় উত্তর কলকাতার বাড়িতে। রয়েছেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতনি এবং অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'গতকাল গভীর রাতে কলকাতায় কিংবদন্তি সেতারবাদক, পদ্মশ্রী পণ্ডিত মণিলাল নাগ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম প্রধান পুরোধা ও গর্বিত ধারক পণ্ডিত মণিলাল নাগ আমাদের ধ্রুপদ-আশ্রিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরধারাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন।' শিল্পীর পরিবার, শিষ্যবৃন্দ এবং বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা অগণিত অনুরাগীকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার বাড়ি থেকে শিল্পীর মরদেহ আনা হয় দক্ষিণ কলকাতার রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমিতে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে শেষ শ্রদ্ধা জানান অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। শ্রদ্ধা জানান পণ্ডিত সমর সাহা, পণ্ডিত অলক লাহিড়ী, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায়, রুচিরা পান্ডা প্রমুখ। সেখান থেকে মরদেহ আনা হয় টালিগঞ্জে আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী-সহ অ্যাকাডেমির অন্য শিল্পী ও স্কলাররা। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ আনা হয় উত্তর কলকাতার কৈলাস বোস স্ট্রিটে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি পরিষদে, যার সভাপতি ছিলেন তিনি। এখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান শান্তনু সেনগুপ্ত-সহ পরিষদের অন্য সদস্যরা। বিকেলে কাশীপুর শ্মশানে শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।



পণ্ডিত মণিলাল নাগ

পণ্ডিত মণিলাল নাগের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৬ আগস্ট বাঁকুড়া শহরে। বাবা গোকুল নাগ ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম সেতারশিল্পী। সেতারের মূল শিক্ষা বাবার কাছেই। ১৯৫৩-য় সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম আত্মপ্রকাশে সকলের নজর কাড়েন কিশোর মণিলাল। সেই আসরে তাঁকে তবলায় সঙ্গত করেন পণ্ডিত শামতা প্রসাদ। পরবর্তী কালে দেশে ও বিদেশে তাঁর সেতারের সুরে মুগ্ধ হয়েছেন শ্রোতারা। পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মণিলাল নাগ, দু'জনে ছিলেন হরিহর আত্মা। একসঙ্গে যেমন দু'জনে রেওয়াজ করেছেন, আবার কখনও কখনও মঞ্চেও বসেছেন দু'জনে একসঙ্গে। কন্যা মিতা নাগ-সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানার সেতারবাদন শৈলীকে তিনি রেখে গেলেন আগামী প্রজন্মের জন্য।

তৃণমূলের পার্টি অফিস বন্ধ নিয়ে পুলিশের রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিস বন্ধের ঘটনায় দু'মাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখনও ফরেনসিক পরীক্ষা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে মঙ্গলবার এই নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করল মামলাকারী তৃণমূল শিবির। আদালতে তাদের সওয়াল ছিল, আর কত দিন সময় লাগবে? ফরেনসিক পরীক্ষা না হলে আসল ঘটনা সামনে আসবে কী করে? হাইকোর্ট রাজ্যের কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে। ২৩ নভেম্বর শুনানি।

জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করল হাইকোর্ট

মেদিনীপুরের শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় জামিন খারিজ হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের। তাঁকে এনকাউন্টার করা হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতে এসেছিলেন সুমিত রায়ের স্ত্রী। মঙ্গলবার সেই মামলায় দ্রুত ও জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

ফর্ম নং আইএনসি-১৯
বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২২ নং রুল অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৮ ধারার উপ-ধারা (৪) (ii) অনুসারে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৮ ধারার অধীনে ইস্যু হওয়া ১২৫৫৬৭ নং লাইসেন্স সমর্পণ করার জন্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, **ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এর কার্যালয়ে মেসার্স ৪ নাকতলা রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (CIN: U85300WB2021NPL245262)** কর্তৃক একটি আবেদন করা হয়েছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
i. প্রেমিসেস-এর চারপাশে গাছ, চারাগাছ রোপণ ও বাগান তৈরি করে পরিবেশ রক্ষা করা, পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সমাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সমাজে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটানো।
ii. জিআর-এফআর; এফএল-সিওএমজি, ৪/১এ নাকতলা রোড কলকাতা-৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত '**৪ নাকতলা রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন**'-এর অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ সর্বতোভাবে সংরক্ষণ এবং/অথবা রক্ষা করা, সংক্ষেপে যা উক্ত প্রেমিসেস বলে উল্লেখিত, তার দায়িত্বভার গ্রহণ করা। অফিসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবি, করিডোর, সিঁড়ি, হলঘর, চলাচলের পথ, সাধারণ ড্রাইভওয়ে, সাব স্টেশন, পাম্প, মেশিন রুম, ভূগর্ভস্থ অংশ, জলাধার, জেনারেটর, সাধারণ ছাদ, সাধারণ শৌচালয় এবং অন্যান্য সুবিধা, ফিক্সচার, সরঞ্জাম এবং/অথবা স্থান সহ সাধারণ অংশ এবং স্থানগুলি আয়ত্তে রাখা, সংরক্ষণ এবং/অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা, তবে অফিসের মধ্যে আন্তঃসংযোগ নির্বিশেষে অফিস স্বত্বধারক-দের অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ বাদ দিয়ে, তৎসহ গাড়ি/দু-চাকার গাড়ির পার্কিং এবং স্টোর রুমের জন্য আচ্ছাদিত নির্দিষ্ট এলাকা যা এরপর থেকে সাধারণ অংশ এবং স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হবে। উক্ত প্রেমিসেস-এ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, হাউসকিপিং, পেস্ট কন্ট্রোল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল সরবরাহ, সাধারণ অংশ এবং স্থানে আলো, জেনারেটর, পাম্প, জলের ফিল্টার এবং ইন্টারকমের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা, অগ্নিনির্বাপণ, নিকাশি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাগান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সহ সাধারণ পরিষেবাগুলির দায়িত্ব নেওয়া, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং/অথবা প্রদান করা এবং/অথবা উক্ত প্রেমিসেস-এর অফিসের দখলদার এবং স্বত্বধারক-দের কাছে যুক্তিসঙ্গত এবং উপকারী বলে বিবেচিত অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করা এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য সমস্ত বৈধ কাজ করা। শর্ত থাকে যে কোম্পানি তার তহবিল দ্বারা এমন কোনো বিষয়কে সমর্থন করবে না, বা তার সদস্যদের বা অন্যদের ওপর এমন কোনো নিয়ম বা বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করবে না বা পালন করতে বাধ্য করবে না, যা কোম্পানির উদ্দেশ্য হিসাবে এটিকে একটি ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত করে।

৩. কোম্পানির পরিবর্তিত মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের একটি খসড়া কপি **জিআর-এফআর; এফএল-সিওএমজি, ৪/১এ নাকতলা রোড কলকাতা-৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত**-এ যাচাইকরণের জন্য উপলব্ধ রয়েছে।

৪. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তি থাকা কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা বডি কর্পোরেট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন**-এর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, **কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫**-এর কার্যালয়ে, অথবা এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম জমা করে সেই আপত্তির কথা জানাতে পারেন, যার একটি কপি আবেদনকারীকে অর্থাৎ **৪ নাকতলা রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (CIN: U85300WB2021NPL245262), জিআর-এফআর; এফএল-সিওএমজি, ৪/১এ নাকতলা রোড কলকাতা-৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত**-এর ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৬, জন্য
৪ নাকতলা রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন
স্বা/-
সমীরণ বৈরাগ্য
ডিরেক্টর
DIN:09783433

ফর্ম নং: এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য]
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং ৭২/কেবি/২০২৬
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ৮/কেবি/২০২৬

পিটিশনের নোটিস

নিত্য কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, করুণা ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে পাইওনিয়ার এরা মার্চেন্টস প্রাঃ লিঃ এর সংযুক্তিকরণের প্রকল্পের মহামান্য ট্রাইবুনালের মঞ্জুর পাওয়ার জন্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩০ থেকে ২৩২ নং ধারাধীনে ৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত পিটিশন মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতায় আগ্রহী হলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর/তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধির স্বাক্ষর সমেত ইচ্ছা বিবৃত করে পিটিশনারগণের অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে তা এই পিটিশন শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে পিটিশনারগণের অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোন কারণে তিনি/তাঁরা এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে আগ্রহী, তার প্রেক্ষিত উল্লিখিত বিবৃতি বা হলফনামার একটি প্রতিলিপি ওই নোটিসের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। নির্ধারিত অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে প্রয়োজন থাকা যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে উক্ত পিটিশনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

তারিখ: ১১.১১.২০২৬
(স্বা/-)
সি এস অনিল কুমার দুবে
(পিটিশনারগণের তরফে অনুমোদিত প্রতিনিধি)
ঠিকানা: অজিত সেন ভবন, ১৩, ক্রুকড লেন, কলকাতা-৭০০০৬৯

সাবা-ওয়েল এসডিসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
CIN No-U69200WB2024FTC270959
প্যান নং-ABNCS5586N,
ট্যান নং-CALS65519G
জিএসটি নং-19ABNCS5586N1Z6
রেজিস্টার্ড অফিস:- ৩ লর্ড সিনহা রোড, এমবিসি, ৩ নং ফ্লোর, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৭১,
যোগাযোগ নং +৯১ ৯৯০৩৬৯৩১২৬,
ই-মেল: ragarwal@extropyadv.com
ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
একই রাজ্যের মধ্যে রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের (একটি আরওসি থেকে অন্যটিতে) জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিজ্ঞাপন।
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারার (৫) নং উপধারার সম্পর্কিত বিষয়
~এবং~
সম্পর্কিত বিষয়: সাবা-ওয়েল এসডিসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৩ নং ফ্লোর, ইমামি মার্কেট, ৩ লর্ড সিনহা রোড, চৌরঙ্গি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৭১, ভারত
.....পিটিশনার
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০৪.১১.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১২ নং ধারাধীনে কোম্পানি তার রেজিস্টার্ড অফিস কলকাতা জেলা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পরিবর্তন করতে পারে, যার ফলে কোম্পানির এক্তিয়ার আরওসি পশ্চিমবঙ্গ-I থেকে আরওসি পশ্চিমবঙ্গ-II-তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সজ্ঞস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে রিজিওনাল ডিরেক্টরের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং-IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫**, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

জন্য ও তরফে
সাবা-ওয়েল এসডিসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **রাজীব আগরওয়াল**
স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ: ১১.১১.২০২৬ DIN: 10647239

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! | **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

শাখা অফিস: সিও এসএএম সার্কল অফিস নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া-৭৪১১০১
ই-মেল: cs8286@pnb.bank.in, ফোন: ৭০৫৯৯৫৮০১০ / ৭০৮৮১৭৭৭৭৩

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) ১৩(২) নোটিসের তারিখ খ) ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	নগরউখড়া জাহাঙ্গির মণ্ডল (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০৩০৯৫৯) ঋণগ্রহীতা: মিঃ জাহাঙ্গির মণ্ডল, পিতা- মিঃ সিদ্দিক মণ্ডল (আবু সিদ্দিক মণ্ডল নামেও পরিচিত) নিবাস: গোয়ালডোব পশ্চিমপাড়া, নগরউখড়া, পোঃঅঃ- নগরউখড়া, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম- গোয়ালডোব পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ- নগরউখড়া, থানা- হরিণঘাটা, নগরউখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- নদিয়া, জে এল নং ৮৩, মৌজা- গোয়ালডোব, তৌজি নং ১৩, এল আর খতিয়ান নং ৮২/১, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১০৮৭/২৬০১, জমির পরিমাপ ০৬ ডেসিমেল, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী (১) জাহাঙ্গির মণ্ডল, (২) নাজমুল মণ্ডল এবং (৩) আলমগির মণ্ডল, সকলের পিতা- আবু সিদ্দিক মণ্ডস, এডিএসআরও- হরিণঘাটা, জেলা- নদিয়া-তে রেজিস্টার্ড ২০১৭ সালের দলিল নং I-১৩০৯০০১৮৫ অনুযায়ী সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- আবু তালিব মণ্ডলের নিবাস; দক্ষিণ- ইমাম মণ্ডলের নিবাস; পূর্ব- আকবর মণ্ডলের নিবাস; পশ্চিম- সামসুদ্দিন মণ্ডলের নিবাস।	ক) ১০.০৭.২০২৩ খ) ₹৬,০৮,১৮৫.৩৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২২.০৯.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹১০,২০,০০০.০০ খ) ₹১,০২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	জাগুলি মেসার্স দীপা এন্টারপ্রাইজ (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২০২৫০০২৭৩৫৩) এবং অমিত কুমার সাহা (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২০২১০০৩১৬৯৩) প্রোপ্রাইটর ও ঋণগ্রহীতা: মিঃ অমিত কুমার সাহা, পিতা- মিঃ অজিত কুমার সাহা নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ- সিমহাট, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১২৪৯	নিম্নোক্ত ১২.৫০ ডেসিমেল জমি ও দোতলা বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সিমহাট, জে এল নং ৪৫, এল আর খতিয়ান নং ১৮৮৪, এল আর দাগ নং ৫২৮/১০৪২, হরিণঘাটা পুরসভা, এডিএসআর- হরিণঘাটা সমীপে নিবন্ধিত ২০১১ সালের দলিল নং ০২১৩৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অমিত কুমার সাহা। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- রঞ্জন সাহার জমি; দক্ষিণ- মৃত্যুঞ্জয় সাহার জমি; পূর্ব- মণিলাল দে'র জমি; পশ্চিম- পরিসর।	ক) ২৪.০৭.২০১৭ খ) ₹১৮,৭৫,৭৯৬.৫২ এবং ₹৮,২১,৯৯৫.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.১১.২০১৭ গ) প্রতীকী	ক) ₹৩৬,৮১,৩৫০.০০ খ) ₹৩,৬৮,১৩৫.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	কৃষ্ণনগর (পূর্বতন ইউএনআই) মিঃ সুশঙ্কর ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৫২৫০০০৬০০২ এবং ০২১৫৩০০০৪৩৪১২) ঋণগ্রহীতা: মিঃ সুশঙ্কর ঘোষ, পিতা- মিঃ সঞ্জিত ঘোষ নিবাস: গ্রাম- নাদুরিয়া, পোঃঅঃ- খামার শিমুলিয়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১১২১ জামিনদার: মিঃ সঞ্জিত ঘোষ, পিতা- প্রয়াত রাধাকান্ত ঘোষ নিবাস: গ্রাম- নাদুরিয়া, পোঃঅঃ- খামার শিমুলিয়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১১২১	নিম্নোক্ত ফাঁকা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জে এল নং ১২২, মৌজা- নাদুরিয়া, জমির পরিমাপ ০.১২৬৬ একর, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫, এল আর খতিয়ান নং ৯০৬, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪৯৩, জমির প্রকৃতি- ভিটা, পোঃঅঃ- খামার শিমুলিয়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১১২১, ২০১৩ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I-১০৬২৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ সুশঙ্কর ঘোষ, পিতা- মিঃ সঞ্জিত ঘোষ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ- সুকুমার ঘোষের জমি; পূর্ব- মিলন ঘোষের জমি; পশ্চিম- মধুসূদন ঘোষের জমি।	ক) ০৫.১০.২০১৮ খ) ₹১৬,৩১,১৯৮.৭১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৫.০১.২০১৯ গ) প্রতীকী	ক) ₹৯,৪৭,০০০.০০ খ) ₹৯৪,৭০০.০০ গ) ₹১৯,০০০.০০	০৩.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	নবদ্বীপ প্রবীর কুমার ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৬২৫০০২৫১৯৭, ০২১৬৩০০০৩১৫৫০ এবং ০২১৬৩০০০৩৩৮১৩) ঋণগ্রহীতা: মিঃ প্রবীর কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত স্বপন ঘোষ নিবাস: গ্রাম- উত্তর পলাশফুলি, পূর্বস্থলী স্টেশন বাজার রোড, পোঃঅঃ ও থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৩	সম্পত্তি নং ১: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পলাশফুলি, জে এল নং ৮১, খতিয়ান নং ১৪৯৯, প্লট নং ২৬৫, প্রকৃতি- বাস্তু, জমির পরিমাপ- ২ শতক, এডিএসআর- পূর্বস্থলী, ১৯৯৬ সালের দলিল নং ৬৫৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ প্রবীর কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত স্বপন ঘোষ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- শ্রীমতী শঙ্করী ঘোষের জমি; দক্ষিণ- অশোক কুমার ঘোষের জমি; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- শ্রীমতী শঙ্করী ঘোষের জমি। সম্পত্তি নং ২: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পলাশফুলি, জে এল নং ৮১, খতিয়ান নং ১৪৯৯, প্লট নং ২৬৫, প্রকৃতি- বাস্তু, তৌজি নং ২৫, জমির পরিমাপ- ১ শতক, এডিএসআর- পূর্বস্থলী, ১৯৯৬ সালের দলিল নং ৬৬০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ প্রবীর কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত স্বপন ঘোষ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- প্রবীর কুমার ঘোষের জমি; দক্ষিণ- অশোক কুমার ঘোষের জমি; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- বিশ্বনাথ ঘোষের জমি।	ক) ০১.১২.২০২২ গ) ₹১৫,৫০,৭৯৪.৯৪ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৪.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৮,৪৯,৬০০.০০ খ) ₹৮৪,৯৬০.০০ গ) ₹১৮,০০০.০০	০৩.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	নগরউখড়া বিদ্যুৎ সরকার (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০২৭৬৮১) ঋণগ্রহীতা: মিঃ বিদ্যুৎ সরকার, পিতা- মিঃ অদ্বৈত সরকার নিবাস: গ্রাম- হাপানিয়া, পোঃঅঃ- নগরউখড়া, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম- হাপানিয়া বাজার, পোঃঅঃ- নগরউখড়া, থানা- হরিণঘাটা, নগরউখড়া ২ নং (ঝিকরা) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন), জেলা- নদিয়া, জে এল ৮১, মৌজা- সিঙ্গা, তৌজি নং ১৩, এল আর খতিয়ান নং ৩৯৬, এল আর খতিয়ান নং ১২৯৪, দাগ নং ২৪৪, জমির পরিমাপ- ২ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- দোকান, এডিএসআর- হরিণঘাটা, নদিয়া-তে রেজিস্টার্ড ২০০৯ সালের দলিল নং I-০০০৪৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকার

সংস্কৃতি

অনিবার্য কারণে আজ প্রকাশিত হল না।
প্রকাশিত হবে আগামী কাল।

আজকাল ৮

কলকাতা বুধবার ১১ নভেম্বর ২০২৬

বাঁক অফ বড়ৌদা Bank of Baroda

সোদপুর শাখা
স্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০১১০,
জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

গাড়ি ই-নিলামের নোটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স সিক্স সিজনস কংক্রিটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (অ্যাকাউন্ট নং: ০০৪০০৬০০০০৪৪৮৭)**-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ দ্বারা সম্পাদিত রেহানাবন্ধন/ ঋণচুক্তির অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এই ব্যাঙ্ক নিম্নবর্ণিত রেহানাবদ্ধ মোটরগাড়ি পুনর্দখল/ ক্রোক করেছে, যেটি নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ মোটরগাড়ি/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	মোটরগাড়ির নির্মাতা, মডেল, আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	১. ই-নিলামের তারিখ ও সময়, ই-নিলাম শুরু ও শেষের সময় ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখার নাম	গাড়ি/ অস্থাবর পরিসম্পদ পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স সিক্স সিজনস কংক্রিটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) **ডিরেক্টরগণ:** মিঃ গৌতম চক্রবর্তী, মিঃ দেবেন্দ্র যাদব ঠিকানা: বি-৯০, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০১০৫	অনাদায়ী বকেয়া: ₹ ৪৬,৬৪,৮১২.০০ তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	**নির্মাতা:** ভলভো অটো ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ **মডেল:** ভলভো এক্সসি৬০ বিভি বিএস-৬ **আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর:** WB 02AT 0562 রং: ক্রিস্টাল হোয়াইট পার্ল ইঞ্জিন নং: ৭৮৪১১৪৫	১. ই-নিলামের তারিখ: ১০.১২.২০২৬ ই-নিলাম শুরুর সময়: ১৪:০০ ঘণ্টা (দুপুর ২টো) শেষ হওয়ার সময়: ১৮:০০ ঘণ্টা (সন্ধে ৬টা) ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১০.১২.২০২৬ এবং ১৭:৫৯ ঘণ্টা (সন্ধে ৫টা ৫৯ মিনিট)	১. সংরক্ষণ মূল্য: ₹৩৬,৫৫,৬০০.০০ ২. বায়না জমা (ইএমডি): ₹৩,৬৫,৫৬০.০০ ৩. বিড বাড়ানোর অর্থাঙ্ক: ₹১০,০০০.০০	**BAANKNET.COM** ই-ওয়ালেট	যে কোনও কাজের দিনে সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোদপুর শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গেও যোগাযোগ এই নম্বরে করতে পারেন: ৭০০৪৭৩৮৮৯১।

তারিখ: ১১.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
সোদপুর শাখা

বাঁক অফ বড়ৌদা Bank of Baroda

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, ৪ নং ফ্লোর,
থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৮

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সংযুক্তি-ক

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮(৬) এবং বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	১. মেসার্স অরুণা প্রোপ্রাইটর মিঃ কৃষ্ণ হালদার, নবপল্লী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১৪৮ **শাখার নাম : পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ**	৩.০৬ ডেসিমেল বা ১৩৩৫.০০ বর্গফুট (কমবেশি) সম্পত্তির সমবন্ধক, প্লট নং আর এস ও এল আর প্লট নং ৩৪৬৩/৩৯৪১, লে আউট প্লট নং ২, এল আর খতিয়ান নং ১১৩৩২, **মৌজা কাশিমবাজার, গ্রাম: মণীন্দ্রনগর, পোঃ কাশিমবাজার, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ**-৭৪২১০২, মিঃ কৃষ্ণ হালদারের নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: দুলাল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ: লে আউট প্লট নং ৩; পূর্ব: ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম: পঞ্চাননের সম্পত্তি। **দখল: বাস্তবিক**	₹৭৮,৫০,৫৭০.০১ ০৮.১১.২০২৬ অনুযায়ী + অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + অন্যান্য মাশুল (*দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির পর সকল প্রদান করা অর্থাঙ্ক বাদে)	২১.১২.২০২৬ সময় দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১২,৩৯,০০০/- ₹১,২৩,৯০০/- ₹১০,০০০/-	বাস্তবিক	১০.১২.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টা মোবাইল ৯২৪১৮৬১৮৭৩ (আগাম যোগাযোগ করবেন)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক ওয়েবসাইট লিঙ্ক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com** দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৮৩৭৩০৬০০৪৩।

তারিখ: ১০.১১.২০২৬
স্থান: মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্কাইরাইজ ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে সরাফ ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড) - লিকুইডেশনে
সিআইএন - U51909WB1987PTC042374
নিবন্ধিত কার্যালয়: সি/ও. দেবব্রত পাল, উত্তর সুভাষ পল্লী, ডানকুনি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৩১১, ভারত

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: ০৪/১২/২০২৬, বিকেল ৩.০০টে থেকে বিকেল ৪.০০টে পর্যন্ত

এতদ্দ্বারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনস্থ বিধিমালা অনুযায়ী সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কর্পোরেট ডেটরের নিচে সারণীতে প্রদত্ত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে, যেমন যা আছে, যা যেখানে আছে ও কোড়ও বাদ ছাড়া'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে এবং সেই কারণে উক্ত নিষ্পত্তিতে কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা নেই।

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম: https://ibbi.baanknet.com-এর মাধ্যমে এই বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

বিক্রয়ের জন্য সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (₹)	ইএমডি (₹)
১.	**একটি ডুপ্লেক্স বাসগৃহ, যার সুপার বিল্ট এরিয়া ২৩০০ বর্গফুট এবং বিল্ট এরিয়া ১৪৯৬ বর্গফুট,** ৩টি বেডরুম, লিভিং রুম, টয়লেট, রান্নাঘর এবং অন্যান্য কাঠামো অর্থাৎ বারান্দা সহ, যা **বৈদিক ভিলেজ স্কিমের বৈদিক ভিলেজ প্লট নং এডি-২,** চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা- শিখরপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, তৌজি নং ৪৯, থানা- রাজারহাটে অবস্থিত। দ্রষ্টব্য: জনৈক শ্রী নীরজ খৈতান, যিনি নিজেকে ভাড়াটিয়া হিসেবে দাবি করেছেন, তাঁকে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ প্রেমিসেসটি খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে, বিষয়টি মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টে সিদ্ধান্তের জন্য বিচারাধীন রয়েছে এবং শীঘ্রই আদেশের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।	১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি)	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: লিকুইডেটর দ্বারা নির্ধারিত তারিখে ৪৮ ঘণ্টার নোটিশের পর যেকোনো দিন। বিস্তারিত বিবরণ ই-অকশনের নথিতে দেওয়া হয়েছে।
যেকোনো আগ্রহী ক্রেতা যথাযথ যাচাইয়ের পর বিড জমা দিতে পারেন।
ইএমডি ০২/১২/২০২৬ তারিখে বা তার আগে বাঙ্কনেট পোর্টালে আপনার ই-ওয়ালেটে করতে হবে, যা তাদের প্ল্যাটফর্মে দেওয়া নির্দেশিকা এবং উপলব্ধ সুবিধা/বিকল্প অনুযায়ী হবে এবং এই জমার কোনো তথ্য লিকুইডেটরকে জানানোর প্রয়োজন নেই।
ই-অকশন বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://ibbi.baanknet.com-এ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন। ই-অকশন সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নের জন্য, যোগাযোগ করুন:

স্থা/- সঞ্জিত কুমার নায়েক
স্কাইরাইজ ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড - ইন লিকুইডেশন-এর লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং: IBBI/IPA-003/IP-N00079/2017-18/10702
নিবন্ধিত ঠিকানা: ৩০ই, হরমোহন ঘোষ লেন, 'সূর্যদীপ', ফ্ল্যাট -২B, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০০৫। / মোবাইল নং: ৯৯৩২০০২২৩৪
বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ই-মেইল: sknayak31@gmail.com

তারিখ: ১১/১১/২০২৬
স্থান: কলকাতা

বাঁক অফ বড়ৌদা Bank of Baroda

আরওএসএআরবি কেএমআর
৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: SARKOL@bankofbaroda.bank.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে নিম্নলিখিত **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের** প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:

নোটিসের তারিখ/ অ্যাকাউন্টের নাম/ এনপিএর তারিখ	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি/ সীমা/ সুদের হার/ বকেয়া অর্থাঙ্ক	জামিনচুক্তি-সহ জামানতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ৩১.১০.২০২৬ **মিঃ শম্ভু সাউ, পিতা- মিঃ ওম প্রকাশ সাউ /** **এনপিএর তারিখ:** ০৮.০৯.২০২৫	**মিঃ শম্ভু সাউ, পিতা- মিঃ ওম প্রকাশ সাউ** ২৫/১৩, খ্রিস্টান পাড়া, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, থানা- ঠাকুরপুকুর, পূর্ব বড়িশা, বড়িশা, মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০০৮	**বরোদা হোম লোন (টার্ম লোন-০৬/৭৯৪)** **সীমা: ₹১৫,৮৬,১৬৩.০০** **সুদের হার: প্রযোজ্য সুদের হার বার্ষিক ৯.৫০%, যা আরবিআই রেপোরেট: ৬.৫০%, মার্ক আপ: ২.৬৫%, ক্রেডিট স্প্রেড ০.৩৫% এবং রিস্ক প্রিমিয়াম ০.০০%-এর যোগফল।** **অর্থাঙ্ক: ₹১৫,৫৬,৫১৭.০০, তৎসহ অন্যান্য চার্জ এবং** **বরোদা হোম লোন টপ-আপ (টার্ম লোন-০৬/১০৩৭)** **সীমা: ₹৩,৭০,০০০.০০** **সুদের হার: প্রযোজ্য সুদের হার বার্ষিক ১০.০৫%, যা আরবিআই রেপোরেট: ৬.৫০%, মার্ক আপ: ২.৬৫%, ক্রেডিট স্প্রেড ০.৬০% এবং রিস্ক প্রিমিয়াম ০.০৫%-এর যোগফল।** **অর্থাঙ্ক: ₹৩,২৪,৮৬৪.০০, তৎসহ প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ** **মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক: ₹১৮,৮১,৩৮১.০০, ০২.১১.২০২৬ অনুযায়ী (এনপিএ-এর তারিখ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ ব্যতীত), তৎসহ এর ওপর সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও খরচাপাতি**	**সম্পত্তির সমবন্ধক:** সামান্য কমবেশি ২ (দুই) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ২৫ (পঁচিশ) বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর অংশে ২টি (দুটি) বেডরুম, ১টি (একটি) ডাইনিং-তথা-কিচেন, ১টি (একটি) টয়লেট, ১টি (একটি) ডক্লসি ও ১টি (একটি) ব্যালকনি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'জি-১'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, জে এল নং ১৯, আর এস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আর এস খতিয়ান নং ১৪৬১, এল আর খতিয়ান নং ৩৮৯৭, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৩১৭ ও ৩১৮, কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৩২, দক্ষিণ বেহালা রোড, এর পোস্টাল প্রেমিসেস নং ৪০২/২, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলকাতা- ৭০০০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৬, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-০৩-০৬৩২-০, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস- বেহালা, এসআর অফিস- আলিপুর। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ৩১৮ নং দাগের জমি; দক্ষিণ- ৩১৭ নং দাগের জমি; পূর্ব- দক্ষিণ বেহালা রোড; পশ্চিম- ৩১৮ নং দাগের জমি।

ওপরে উল্লেখমতো চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের শাখা থেকে নেওয়া উপরিলিখিত ঋণের সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধে আপনি/ আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনার/ আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই কারণে এতদ্দারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনার/ আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, যার অন্যথা হলে এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক জামিনস্বার্থ দখলের অধিকার প্রয়োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে কোনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু-সহ এই ব্যাঙ্কের অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ১৩ নং উপধারার সংস্থানের প্রতি আমরা আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে ওপরের ১ নং পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বা এর কোনও অংশ আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে (কারবারের সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে) হস্তান্তরে আপনার/ আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আমরা এটাও উল্লেখ করছি যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারায় উল্লিখিত সংস্থানগুলির উল্লঙ্ঘন উক্ত অ্যাক্টের ২৯ নং ধারাধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তদুপরি আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার প্রতিও আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে সম্পত্তি বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলাম/ দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ/ টেন্ডার/ ব্যক্তিগত চুক্তির নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে আপনি/ আপনারা যে কোনও সময় যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত যাবতীয় খরচাপাতি সমেত পুরো বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে পারেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের পরে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের অধিকার আর উপলব্ধ হবে না।

অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, এই নোটিসটি আমাদের প্রতি উপলব্ধ যে কোনও অধিকার বা প্রতিকারের (যে কোনও ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং আমাদের পাওনা অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে পরবর্তী দাবি জানানোর অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে) প্রতি কোনও ধরনের ছাড় হিসেবে গণ্য হবে না বা এগুলির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

প্রকাশনার তারিখ: ১১.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক ও চিফ ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ফর্ম 'জি'
কলকাতায় 'বিদ্যুৎ উৎপাদন'-এর কাজে নিয়োজিত রঙ্কিনী পাওয়ার জেনারেশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিমিত্ত এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট আমন্ত্রণ
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে]

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি		
১	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম, প্যান/ সিআইএন/ এলএলপি নম্বর	**সিডি:** রঙ্কিনী পাওয়ার জেনারেশন প্রাঃ লিঃ **প্যান নং:** AABCR1630B **সিআইএন নং:** U40100WB1995PTC070451
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস:** রুম নং ৭০১, ফ্লোর নং ৭, সিডকো গ্লোবাল টাওয়ার, সিএন ৮/২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	-
৪	সিংহভাগ স্থায়ী পরিসম্পদ যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানের বিশদ বিবরণ	অভিজিৎ এমএডিসি নাগপুর এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড (এএমএনইপিএল) এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্বার্থ রয়েছে, যে সংস্থাটির নাগপুরে ২৫.৬ মেগাওয়াট ডিজি সেট-সহ ২৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। অবশ্য, প্রারম্ভের তারিখ/ সিআইআরপি শুরুর আবেদন পেশের তারিখের পরে এএমএনইপিএলের শেয়ারধারণে কিছু ডাইলিউশন সঙ্ঘটিত হয়েছে, যা আইনি তদন্তের অধীনে রয়েছে। অতিরিক্তরূপে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার হিসাবখাতে বেশ কিছু আর্থিক পরিসম্পদ ও প্রাপ্তব্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে: (১) গোষ্ঠীভুক্ত সত্তাগুলির থেকে ঋণ ও আদায়যোগ্য দায়িত্বপ্রদত্ত অর্থাঙ্ক; (২) বিকৃতি পাওয়ার লিমিটেড [পূর্বতন ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন (বোধগয়া) লিমিটেড] শেয়ারধারণ; (৩) ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে (আইপিসিএল) বিনিয়োগ এবং ঋণের সম্প্রসারণ; (৪) অন্যান্য কোম্পানি থেকে আদায়যোগ্য অর্থাঙ্ক, অন্যান্য ঋণ, অগ্রিম অর্থাঙ্ক
৫	মূল পণ্য/পরিষেবার ক্যাপাসিটি	উপলব্ধ নয়
৬	শেষ অর্থবর্ষে বিক্রিত মূল পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং অর্থমূল্য	উপলব্ধ নয়
৭	কর্মী/শ্রমিকের সংখ্যা	কোম্পানির কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১ জন
৮	দুই বছরের আর্থিক বিবৃতি (তফসিল-সহ) সমেত ঋণদাতাদের বিশদ তথ্য যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিষয়ে বিশদ তথ্য বা অতিরিক্ত কোনও তথ্য এই ই-মেলে অনুরোধ জানিয়ে রেজোলিউশন প্রফেশনালের থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে: ip.rankinipower@gmail.com
৯	উক্ত কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতামান যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে	এই ই-মেলে অনুরোধ জানিয়ে রেজোলিউশন প্রফেশনালের থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে: ip.rankinipower@gmail.com
১০	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট গ্রহণের শেষ তারিখ	২২.১১.২০২৬ (০৭.১১.২০২৬ থেকে ১৫ দিন সম্প্রসারিত)
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের তারিখ	০২.১২.২০২৬
১২	প্রভিশনাল তালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশের শেষ তারিখ	০৭.১২.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৭.১২.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স ও রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ	প্রকাশের তারিখ ২২.১২.২০২৬ (যোগ্য পিআরএ-দের থেকে নন-ডিসক্লোজার প্রাপ্তি সাপেক্ষে)
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমার শেষ তারিখ	২১.০১.২০২৭
১৬	ইওআই জমার প্রসেস ই-মেল আইডি	ip.rankinipower@gmail.com
১৭	এমএসএমই রূপে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কিত তথ্য	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিবন্ধিত নয়

উপরিলিখিত তারিখগুলি মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা সিআইআরপি মেয়াদ সম্প্রসারণের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষ।
তৎসহ, এই নথিগুলির জন্য ip.rankinipower@gmail.com আইডি-তেও অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

রঙ্কিনী পাওয়ার জেনারেশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
ভুবন মদন
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: IBBI/IPA-001/IP-P01004/2017-2018/11655
এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
আইবিবিআই-এর কাছে নিবন্ধিত ঠিকানা: এ-১০৩, অশোক বিহার ফেজ-৩, (লক্ষ্মীবাঈ কলেজের পিছনে), নতুন দিল্লি, দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল-১১০০৫২
আইবিবিআই-এর কাছে নিবন্ধিত ই-মেল আইডি: madan.bhuvan@gmail.com

তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

(ভারত সরকার का उपक्रम) (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠপুকুরের নিকটে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২৪
টেলিফোন নং: ০৩৩-২৫৮৪০২২৮; ই-মেল: con24pngad@pnb.bank.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সার্কল অফিস: উত্তর ২৪ পরগনার অধীনস্থ নিম্নলিখিত শাখাগুলির জন্য উপযুক্ত, আগে থেকে তৈরি এবং সুনির্মিত হলঘর ধরনের ভবনের প্রয়োজন, যার কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ ১২০০ বর্গফুট থেকে ১৬০০ বর্গফুট, তৎসহ এটিএম-এর জন্যও জায়গা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি ইজারা/ ভাড়া ভিত্তিতে নেওয়া হবে এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, আর যদি ফার্স্ট ফ্লোরে হয়, তবে বর্তমান শাখা প্রেমিসেসের কাছে লিফটের সুবিধা থাকতে হবে:

শাখার নাম	বর্তমান শাখা প্রেমিসেসের ঠিকানা	প্রয়োজনীয় কার্পেট এরিয়া
আমডাঙা শাখা	কামদেবপুর হাট, গ্রাম ও পোঃঅঃ- কামদে

বিজ্ঞপ্তি

হারানো লিঙ্ক দলিল (মাদার দলিল) বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির মূল লিঙ্ক দলিল (মাদার দলিল) হারাইয়া গিয়াছে।
লিঙ্ক দলিল নং 20373, সন- 1990
দলিলের তারিখ- 15.11.1990
রেজিস্ট্রি অফিস - DSR, উত্তর ২৪ পরগণা (কাশীপুর-দমদম)
সম্পত্তির তফসিল:
প্রেমিসেস নং- ১০০/৭৭, ভগবতী কলোনি, মতিঝিল, পোঃ মতিঝিল, থানা- দমদম, ওয়ার্ড নং- ২৩, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৭৪
উক্ত মূল লিঙ্ক দলিল (মাদার দলিল) গত 29.10.2026 তারিখে দমদম এলাকা হইতে হারাইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে নাগেরবাজার থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হইয়াছে।
জি.ডি. নং- 233 তারিখ - 04.11.2026
কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত লিঙ্ক দলিলটি পাইয়া থাকেন, তাহাকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া দলিলটি ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।
যোগাযোগকারী ব্যক্তি: শ্যামল কুণ্ডু
ঠিকানা: ১০০/৭২এ, যশোর রোড, নাগেরবাজার, কলকাতা - ৭০০০৭৪
মোবাইল: 9836630130

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল- অশোকনগর, মানিকতলা নিবাসী- সন্দীপ সরকার, পিতা-মৃত সুবল সরকার, অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের অধীন ৮৯ নং মানিকনগর মৌজায়, ২১৭২ নং দাগে তাহার স্বত্ব দখলীয় ১২.৫০ শতক ফাঁকা জানি মায় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ইজমেন্ট রাইটস ইত্যাদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাহারও কোন দাবি/আপত্তি থাকিলে, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। পরবর্তীকালে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। তাং-০৫/১১/২০২৬।
ইতি MD. IMTIAZ HOSSAIN ADVOCATE, BARASAT JUDGES COURT, E.N.-F/222/231/2022 M-7501061064

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্বারা সর্বসাধারণের জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মকেলদ্বয় সন্দীপ মুখার্জী ও চন্দন চ্যাটার্জী 7257/2026 ও 7298/2026 A.D.S.R. Goghat দলিলমূলে হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত রাজগ্রাম মৌজায় বর্তমান L.R. 29, 100, 119, 154, 176, 404, 405 খতিয়ানভুক্ত R.S. তথা L.R. 906, 907 ও 908 দাগে যথাক্রমে 4.9 ও ৪ শতক সম্পত্তি ইংরাজী 19/06/2024 তারিখে D.S.R. 1 Hooghly Registry Office হইতে রেজিষ্ঠীকৃত 6895 নং আমমোক্তারনামা পত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত আমমোক্তারগণ সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) ও রাজশংকর চট্টোপাধ্যার (চ্যাটার্জী) উপরিউক্ত দুটি দলিল করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় গোঘাট ১ নং B.L. & L.R.O.-এ Record করণ করাইবে। সেজন্য Record করনের ক্ষেত্রে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইনে যাহা করণীর অথাৎ রেকর্ড করণ হইবে। **কৃষ্ণেন্দু পৌলিক, আইনজীবি।**

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১। সৌমেন মন্ডল, পিতা- সরজিৎ মন্ডল, ২। মনিকা মন্ডল, স্বামী সরজিৎ মন্ডল, ৩। সেফালী মন্ডল, স্বামী কার্ত্তিক মন্ডল, ৪। সরস্বতী বিশ্বাস, স্বামী , সমরেন্দ্র বিশ্বাস, ৫। সঞ্জু বিশ্বাস, স্বামী- মৃণাল বিশ্বাস ১১/০১/২০০৫ তারিখে ৩০০৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত ডি.এস.আর-।। অফিসে আমমোক্তার দ্বয় ১। স্বপন মজুমদার, পিতা- মৃত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও পুলক বোস, পিতা , জ্ঞানচন্দ্র বোস, সাং বালুরিয়া ও ব্যারাকপুর রোড, পোঃ নবপল্লী, থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৬ উভয়ের জাতীয়তা ভারতীয়। উপরোক্ত মক্কেলদের সকলদের একই ঠিকানা - নেতাজীপল্লী, পোঃ- ন'পাড়া, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন, ৭০০১২৫। মৌজা , চকবড়বড়িয়া, জে.এল নং ৩৫, খতিয়ান নং ৩০৯ ও দাগ নং ১০৮, মোট ৫ জনের জমি ২ কাঠা করে ১০ কাঠা। বারাসাত ১ বি.এল. অ্যান্ড এল. আরও অফিসে নিজেদের নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেছেন রেকর্ডের বিষয় কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Dibya Shankha Das, Advocate, District Judges Court, Barasat

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to notify that the original Title Deed along with original share certificate and relevant papers and documents in respect of Flat No.DC 3/7 situated on the Second Floor and Third Floor, Golfgreen Urban Complex Duplex Co-Operative Society, Golf Green, Phase - I, Kolkata- 700095, registered in the name of Ranjit Patra son of Benudhar Patra which is in the custody of Anita Mukherjee (Mob: 9331026488) and Attreyee Mukherjee (Mob: 7044311085) both of 74/1B, Golf Club Road, Kolkata - 700033. Intending purchaser/purchasers are hereby requested not to deal/purchase the said property without consent of the said ANITA MUKHERJEE and ATTREYEE MUKHERJEE.
Tanoy Sarkar, Advocate Mob: 9830861760

শুভ জন্মদিন

• প্রিয় গোলু(শুভেন্দু), শুভ জন্মদিন। আজ তোমার ৩০ তম জন্মদিন। অনেক শুভ কামনা রইল। কাছে থেকে শুভেচ্ছা জানানোর অনুমতি আর নেই। লক্ষাধিক লোকের ভিড়েও তুমি আছো আমার হৃদয়ে আজও। ইতি, তোমার রাই।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল **মোসাঃ ফারমিলা ইয়াসমিন**, স্বামী-মহঃ আসমত আলি, বিগত ইংরাজী ২৬/০৮/২০২৫ তারিখে মোকাম ডি.এস.আর. ১, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত অফিসে ৫৪৫৯/২০২৫ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা বলে জমি খরিদ করে। যাহার দলিল নং ১৫০১০৮৬৬১/২০২৬, মোকাম ডি.এস.আর.-১, বারাসাত। আমমোক্তার দাতা মহঃ আব্দুল আজিজ, পিতা-মহঃ সাইরুল ইসলাম তাহার পক্ষে মহঃ আসমত আলি, পিতা মৃত মহঃ আসরাফ আলি মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছিল। এক্ষনে উক্ত ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি পর্চা করিবার জন্য আবেদন করা হইবে। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতার কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে রাজারহাট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় কোন রূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা-নারায়ণপুর, মৌজা গাঁতি, জে এল নং ০১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৮৫, আর.এস. ও এল.আর. ৭১ নং দাগে কমবেশি ৩.৭৪৬৯ শতক জমি। **আজিম আলি, এ্যাডভোকেট,** বারাসাত জাজেস কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা। ফোন নং- ৯৮৩১৭৮৪৬১৩, তারিখ : ৬.১১.২০২৬

NOTICE

• I, Tapas Haldar, son of Niranjan Haldar, R/o. Vill – Ghantarchak, P.O. Keoratala, P.S. Dholahat, Dist : South 24-Pags, Pin- 743348, hereby declared that Tamonash Haldar, born on 23.06.2014. Smt. Mamani Haldar is my wife. In the birth certificate of my son the spelling of surname of my son, myself and my wife has been wrongly mentioned as Halder instead of correct spelling "Haldar". For correction of the same I have sworn an affidavit on 17.09.2026 before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Alipore.

নাম পদবি পরিবর্তন



• আমি পরেশ নাথ শাসমল, পিতা- বলরাম শাসমল, গ্রাম+ পোষ্ট- পাতনদা, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- 721139, ভুলবশত Sale Deed No. 6955 of 1984-তে আমার নাম খুদিরাম শাসমল, পিতা- বলরাম শাসমল হয়েছে। 23.09.2026 মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, পূর্ব মেদিনীপুর তমলুক কোর্টে এফিডেভিট নং- 18914 দ্বারা পরেশ নাথ শাসমল এবং খুদিরাম শাসমল, পিতা- বলরাম শাসমল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• I, RANA KUMAR DEY, S/O- Shankar Dey, Resident of Vivekananda Road bye Lane 2, P.O. & P.S.- Sonarpur, Rajpur-Sonarpur (M), Dist- South 24 Parganas, West Bengal, Pin-700150, do hereby declare that I have changed my name from RANA KUMAR DEY to RANA DEY and henceforth I shall be known as RANA DEY in all purposes, vide affidavit No-36AC 481523 sworn before the Notary Public at BARUIPUR on 27 Oct. 2026. RANA DEY and RANA KUMAR DEY both are same and one identical person.

• আমি Some Nath Das, পিতা Late Jugal Kumar Das, ঠিকানা- 5B, Ratan Neogi Lane, P.O. - Shyambazar, P.S.-Maniktala, Kolkata- 700004, আমার সঠিক নাম Some Nath Das, যাহা আমার Pan Card-এ (being No. ADLPD9653L) নথিভুক্ত আছে। আমার আধার কার্ডে (being No. 2686 5579 3089) Some Nath Das এর জায়গায় Somnath Das নথিভুক্ত আছে এবং আমার ভোটের আইডেন্টিটি কার্ডে (being No. WB/22/158/174167) আমার নাম Some Nath Das এর জায়গায় Das Somenath নথিভুক্ত আছে। গত ইং 19/08/2026 তারিখে ব্যারাকপুর এলডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট (SL No. 16) দ্বারা Some Nath Das, Somnath Das এবং Das Somenath এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, **SANJUKTA MANNA**, W/O Amit Kundu, also daughter of Haraprasad Manna, R/O 3A পার্ক টেরেস, P.O.- সন্তোষপুর, P.S.- সার্ভে পার্ক, কলকাতা-700075 এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার নাম **SANJUKTA MANNA** ওরফে **SANJUKTA MANNA (KUNDU)**, এবং **SANJUKTA MANNA KUNDU** সবাই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার স্বামী **AMIT KUNDU**, S/o Mrityunjay Kundu, এবং **DR. AMIT KUNDU** উভয়ই একই ব্যক্তি, 21.05.26 তারিখের হলফনামা নং **77017, 77018** অনুসারে আলিপুর আদালতের ১ম শ্রেণীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ঘোষণা করা হয়েছে।

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি আরামবাগ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের হলফনামা 04.11.26 বলে আমার কন্যার জন্মের প্রমানপত্রে (Reg. No.-B/She/28/2017. No.180) আমার নাম Hafija Khatun and Hafija Begum একই ব্যক্তি হইলাম। আমি Hafija Khatun, Vill & P.O.- Balundi, P.S.- Arambagh, Dist.- Hooghly, 712413.

• আমি, DISHA ROY, পিতা JAGANNATH ROY, গ্রাম - বাসুদেবপুর , পোস্ট অফিস - ঘটকপুর , থানা - উস্থি , জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্থায়ী বাসিন্দা। গত ৩০.১০.২০২৬ তারিখে ডায়মন্ড হারবারের নোটারি পাবলিকের হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রপিতামহ RAJANIKANTA PRAMANIK, পিতা - LATE SAGAR CHANDRA PRAMANIK। তাঁর নামে ২৩.০৪.১৯৫৪ তারিখে রেজিস্ট্রি দলিল নং ৪৮৮ সম্পাদিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রায় ৬৮ বছর আগে তিনি 'প্রামাণিক (PRAMANIK)' পদবির পরিবর্তে 'রায় (ROY)' পদবি গ্রহণ করেন RAJANIKANTA ROY নামে পরিচিত হন। আমার পিতা JAGANNATH ROY-এর ভোটার পরিচয়পত্রে তাঁর পিতা DURGAPADA ROY হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। RAJANIKANTA PRAMANIK এবং RAJANIKANTA ROY একই ব্যক্তি।

• আমি Sushanta Pal পিতা- স্বর্গীয় গুরুপদ পাল, গ্রাম- আনন্দনগর পোস্ট - সূর্য্যনগর, থানা- হারউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। আমার আধারকার্ড, ভোটারকার্ডে 'Sushanta Pal উল্লেখ আছে। আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে Susanta Pal বলে উল্লেখ আছে। গত 30/10/2026 তারিখ কাকদ্বীপ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে Sushanta Pal ও Susanta Pal একই ব্যক্তি।

• আমি Jaba Pal Halder স্বামী- সুশান্ত পাল, গ্রাম- আনন্দনগর পোস্ট - সূর্য্যনগর, থানা- হারউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। আমার আধারকার্ড, ভোটারকার্ডে Jaba Pal Halder উল্লেখ আছে। আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে Jaba Pal বলে উল্লেখ আছে। গত 30/10/2026 তারিখ কাকদ্বীপ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে Jaba Pal Halder ও Jaba Pal একই ব্যক্তি।

• আমি সাখাওয়াৎ হোসেন, ঠিকানা: C3M1 -1333 CMDA নগর -ব্যারাকপুর, পো: শিউলি তেলেনিপাড়া, জেলা: উঃ24পরগণা, এত দলিলমূলে (দলিলনং:I12038 of 2013) দাগনং: সাবেক ৭৩৩ হাল ১১০১, সাবেক ৬৪৬ হাল ৮৯৮ (খতিয়াননং: ৩১৫৮, ৩১৫৯, ৩১৬০, ৩১৬১) উক্ত দলিলের (আমমোক্তারনামা - IV-23/10) বেথুয়াডহরী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। বর্তমানে আমি কালিগঞ্জ BLLRO অফিসে উক্তজমির রেকর্ড করারজন্য আবেদন করেছি - যারনাম্বার - (MN/2026/1305/25395) এবিষয়ে কারও যদি কোন আপত্তি থাকে আজ থেকে 15দিনেরমধ্যে কালিগঞ্জ BLLRO অফিসে যোগাযোগ করবেন।

• I Rupa Chatterjee D/O, Narayan Chandra Chatterjee R/o Diamond Apartment, Sahapur So, Sahapur, Kolkata – 700038 have changed my name to Rupa Chatterjee Paul.

• I, Kshiten Ray, S/O- Narendra Nath Ray, residing Padamati, at Vill-Prahmapur, P.S-Maynagari, Dist- Jalpaiguri, Pin-735305, do hereby declare vide affidavit dated: 21/08/2026 sworn before the LD. 1st class Judicial Magistrate at Jalpaiguri, that Kshiten Ray and Khiten Roy is the same and one identical person.

• We, Ashanta Majumder, Son of Late Sunil Majumder and Nandini Sinha Wife of Ashanta Majumder, residing at Belgachia villa, Block-G/1, Flat No-8, P.S.-Ultadanga, Kolkata-700037, declare that by an Affidavit (No.14130 & No. 20890) sworn on 24.06.2026 & 08.10.2026 at Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Sealdah Court, we have Corrected the following names in our Son ARANI MAJUMDER'S Birth Certificate being registration No. WB_BR_2012/20033/1/1508 dated 28.04.2012, issued by Rajarhat Gopalpore Municipality. Our name was mistakenly recorded as DR. ASHANTA MAJUMDER and NANDINI SINHA MAJUMDER. The Correct legal names are ASHANTA MAJUMDER and NANDINI SINHA.

ছয়টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচের পুনরুদ্ধার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **M277COACHRENOVATION2627**; **তারিখঃ 04-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** ছয়(০৬)টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচকে **"এটি যেমন ছিল"** তেমন ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় পুনরুদ্ধার করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭২,৯৯,২৪৯.৭৮ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৪৬,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-১১-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিরেক্টর/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কার্শিয়াং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পুরোনো এবং অধিক আয়ুর রেইলনেট কোর এর প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০২৪ অফ ২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৬-২৭-০৪-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউি। কাজের নামঃ** মালিগাঁওস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় পরিসরের আউটডোর সরকারি কার্যসূচী এবং টেলি কমিউনিকেশন ক্যাবলের জন্যে ব্যবহৃত ফায়ারওয়াল, পিএ সিস্টেম সরঞ্জাম সহিত পুরোনো এবং অধিক আয়ুর রেইলনেট কোর তথা নেটওয়ার্কের বিতরণ আন্তঃগাঁথনির প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৭৩,৭৭,৪৩৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৪৭,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার গ্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিসেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 12/EE/O&M-IA/W&S/KMDA/2026-27 (2nd Call)
Online tender is invited by The Executive Engineer, Division-O&M-IA, W&S Sector, KMDA, 3rd Floor, HIT (Annex) Building, Howrah Maidan, Howrah-711101, from any reliable, resourceful, bonafide and experienced firm / company / individual contractor, for the work, **Sl. No., Name of the Work, Cost of work, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Surging & development of (300x200) mm dia two (2) Nos DTWs at Duila Barowaritala and Banipur Banomali Primary School pump house under Sankrail Zone-I (Duila) FAWS scheme and S.J.B FAWS scheme., Rs.1,48,079/-, Rs.3,000/-, 30 days, **(2)** Repairing & renovation work two nos pump houses at Panchpara Sasan Kali mandir & Jhorehat 3 no Kalibari along with installation of one no 150mm dia valve with valve chamber within FAWS scheme of O&M-IA., Rs.1,51,530/-, Rs.3,050/-, 30 days, **End date & time of Online Bid submission:** 02.12.2026 (Up to 17.00 hrs.), for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-742)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA-T19841(1)/2026

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার- ৪৮৬, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৬। কাজের নাম ঃ** "কাচারি কলোনি এবং রেল কুঞ্জ/ভাগলপুরে স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর উন্নয়ন ও মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৮৪,৪৭৪.১৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯৯,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডারনথির মূল্য ঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট - **www.ireps.gov.in** ও নোটিশ বোর্ড ঃ **সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/অফিস/এমএলডিটি।** দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
MLD-245/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৪৮৫, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ), অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৫। কাজের নাম ঃ** (ক) "সুলতানগঞ্জে কোয়ার্টারগুলোর মানোন্নয়ন (৩২টি)" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "ভাগলপুর এবং সাহেবগঞ্জে রেলওয়ে হেলথ্ ইউনিটের মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (গ) "মির্জাচৌকি স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজ স্থাপনের প্রস্তাব" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৫৭,২৫৩.৫৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯৩,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডারনথির মূল্য ঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট - **www.ireps.gov.in** ও নোটিশ বোর্ড ঃ **সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/ অফিস/এমএলডিটি** । দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
MLD-244/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিভি/ই/অ্যালটমেন্ট/এসএমইউ/ডিইএফ/২০১৯ **তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬**
সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪, ১টি করে 'মডিউলার ক্যাটারিং স্টল'-এর মাধ্যমে **স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)**-তে ক্যাটারিং পরিষেবা পরিচালনার জন্য শিয়ালদহ ডিভিশনের ডি. ই ও এফ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলোতে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদী লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন। স্থানগুলির বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নিলামকারীদের অবশ্যই **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলামে অংশ নিতে হবে। লটগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ **ক্রমিক নং. ঃ** ১। **ক্রম নং. ঃ** এএ/১; **লট নং. ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এমবিবি-এসএমইউ-২১৯-২৬-১; **স্টেশন ঃ** মুর্শিদাবাদ; **স্থান ঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী। **সংরক্ষিত শ্রেণী ঃ** অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত। **ইএমডি ঃ** ১০ শতাংশ (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য)। **ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১১.২০২৬ দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত।
SDAH-296/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে

নং:- ঝাঁসি/ডরিউ/টি/টেন্ডার জেনারেল/২৫৫ তারিখ: ০৬.১১.২০২৬
ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ঝাঁসি, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অন লাইন (ই-টেন্ডারিং)-এর মাধ্যমে সিলমোহরযুক্ত "ওপেন টেন্ডার" আহ্বান করছেন।

ই-টেন্ডার নং: JHS-ENGG-HQ-2026-255	আনুমানিক মূল্য: ₹৫৩,৮৩,৭৩৯.৫৪
কাজের বিবরণ: ADEN/HQ/I/JHS-এর এক্তিয়ারের অধীনে VGLJ-এ FRP ড্রেন কভার PF-৪ এবং ৫ প্রদান ও ফিক্সিং।	
আর্নেস্ট মানি: ₹১,০৭,৭০০.০০	টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ৩০.১১.২০২৬, ১৫:০০ ঘটিকায়।
কাজ সমাপ্তির তারিখ/গ্রহণপত্র ইস্যুর সময় থেকে মেয়াদ: ১২ মাস।	

অনলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার ৩০.১১.২০২৬ তারিখ ১৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR 2550/26(K)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নং. সিডব্লু/পার্ক/ই-অকশন অ্যাপ্রুভাল/২০২৫ তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী কর্তৃপক্ষ), ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। নিলাম ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্ক-নভে./২৬-০৩; নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** ১৩.১১.২০২৬ দুপুর ১.০০টা। **ক্রম. নং., IREPS লট নং., পার্কিং লট ও লোকেশন** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিডিজেড-২৮৮-২৬-২; বাদকুল্লা। **এএ/২;** পার্কিং-এসডিএএইচ-ডিবিটি-টিডব্লু-৩৪২-২৬-১; দক্ষিণ বারাসাত। **এএ/৩;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-২৮-২৬-১; বারাকপুর। **এএ/৪;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এইচআরও-টিডব্লু-৩৩৮-২৬-১; হাড়োয়া রোড। **এএ/৫;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমপিআরডি-টিডব্লু-৩২৯-২৬-১; মথুরাপুর রোড। **এএ/৬;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এসএসপি-টিডব্লু-২০৪-২৬-১; সন্তোষপুর। **এএ/৭;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিডব্লু-২৫৮-২৬-১; বগুলা। **এএ/৮;** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএআরইউ-টিডব্লু-৩০৩-২৬-১; বহরং। **এএ/৯;** পার্কিং-এসডিএএইচ-এমবিবি-টিডব্লু-১৮৫-২৬-১; মুর্শিদাবাদ। **এবি/১;** পার্কিং-এসডিএএইচ-কেওয়াইএল-এমএক্স-



মাঠকর্মীদের চেষ্টা বৃথা। এভাবেই পিচ ঢেকে, মাঠে সুপার সপার চালিয়েও শুরু করা গেল না ম্যাচ।

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত তৃতীয় একদিনের ম্যাচ

আজকালের প্রতিবেদন

বৃষ্টির দাপটে হ্যামিলটনের সেডন পার্কে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটি বলও গড়াল না। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে শুভমান গিলরা প্রথম দুটি ম্যাচে জিতে ২–০ এগিয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় অন্তত এটুকু নিশ্চিত হয়ে গেল, বিরাট কোহলি–রোহিত শর্মারা এই সিরিজ হারছেন না।

এদিন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আধ ঘণ্টা দেরিতে টস হলেও শুরুতে ওভার কমানো হয়নি। তবে ফের বৃষ্টি নামায় ম্যাচটি কমিয়ে ৪০ ওভারের করা হয়। টস জিতে ফিল্ডিং নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। এই ম্যাচে ভারত তাদের আগের একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছিল। অন্যদিকে ব্লেয়ার টিকনারের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডের একাদশে আসেন ম্যাথিউ ফিশার। টস মিটতেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি।

দুই অন–ফিল্ড আম্পায়ারের স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টায় মাঠ পরিদর্শনের কথা থাকলেও পুনরায় বৃষ্টি নামে। ২০ ওভারের ম্যাচের কাট–অফ সময় রাত ৮:০২ মিনিট ধার্যও হয়। দুঃখের বিষয়, সন্ধ্যা ৬:৪১ মিনিটে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়।

সিরিজে সমতা ফেরাতে আগামী শুক্রবার ও রবিবারের বাকি দুটি ম্যাচে জিততে হবে নিউজিল্যান্ডকে। টেস্ট দলে যোগ দিতে ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, হেনরি নিকোলস, টম লাথাম ও নাথান স্মিথ দল ছাড়ায় ইতিমধ্যেই বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে কিউয়িরা।

‘চেনা’ পরিবেশে খুশি কম্বোজ

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে বোলিং করা উপভোগ করছেন ভারতের তরুণ জোরে বোলাররা। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের পর নিউজিল্যান্ডের পরিবেশের প্রশংসা করেছিলেন গুরনুর ব্রার। এবার অংশুল কম্বোজের মুখেও শোনা গেল নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে বোলিং উপভোগ করার কথা।



কম্বোজ বলেছেন, ‘১৩ বছর বয়সে খেলা শুরু করি। আমাদের হরিয়ানার আবহাওয়া এবং পিচের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের পরিবেশের দারুণ মিল আছে।’ তাঁর মতে, বাইশ গজ বোলারদের অনুকূলে থাকলেও নিখুঁত বোলিংয়ের কোনও বিকল্প নেই। কম্বোজ বলেন, ‘ভাল বোলিং নির্ভর করে নিখুঁত লাইন ও লেংথের ওপর, যা পিচ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই হতে হয়। বর্তমানে আমার ক্ষেত্রে এটা ভাল কাজ করছে। তাই আমি লাইন ও লেংথের দিকেই বেশি জোর দিয়েছি।’

নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে একটা ম্যাচ খেলেছিলেন কম্বোজ। ওই একটা ম্যাচ থেকেই নিউজিল্যান্ড পরিবেশে কোন লেংথে বল করতে হবে, সে সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন বলে দাবি কম্বোজের। বলেন, ‘মূলত এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই ছিল আসল বিষয়। পিচ বেশ দ্রুতগতির ছিল, তাই আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে ঠিক কোন লেংথে এবং কোন জায়গায় বল করা উচিত। আমি এখন সেটার ওপরই মনোযোগ দিচ্ছি।’

ফিট, ছাড়পত্র পাওয়ার মুখে ঋষভ

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বড় স্বস্তি ভারতের। বিসিসিআই–এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ফিটনেস ছাড়পত্র পেতে চলেছেন উইকেটকিপার–ব্যাটার ঋষভ পন্থ। ছাড়পত্র পেলেই তিনি বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের হয়ে খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন ঋষভ।

নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় ‘এ’ দল ঘোষণার সময় ঠিক ছিল, ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হলেই তাঁকে নিউজিল্যান্ডে পাঠানো হবে। কিন্তু তিনি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে প্রয়োজনীয় ফিট সার্টিফিকেট পাননি। ১ নভেম্বর প্রাথমিক ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। যদিও বোর্ডের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, ঋষভ খেলার মতো জায়গায় চলে এসেছেন। ১০ ও ১১ নভেম্বর দুটি ম্যাচ প্র্যাক্টিসে অংশ নেবেন। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে এবং ফিটনেস মূল্যায়ন সন্তোষজনক হলে ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত ফিটনেস ছাড়পত্র পেয়ে নিউজিল্যান্ডে উড়ে যাবেন ঋষভ। প্রথম টেস্টের আগেই তিনি সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে ঋষভ। তবে নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে তাঁকে খুবই দরকার। কারণ, নিউজিল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। ২০২০ সালের শেষ সফরে তিনি স্কোয়াডে ছিলেন।

এদিকে, ভারত ‘এ’ ও নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের মধ্যে তৃতীয় বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় টেস্ট শুরুর আগে সেভাবে ম্যাচ প্র্যাক্টিস পেলেন না যশপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা। ভারতের ৪৬৪/৫ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড ১৪ ওভারে তোলে ৩৬/২। বুমরা মাত্র ৬ ওভার বোলিং করার সুযোগ পেয়েছিলেন। জাদেজা এক ওভারও বোলিং করার সুযোগ পাননি। চোট সারিয়ে দলে ফেরা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৫ ওভার বোলিং করে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।

বাপ কা বেটা



শতরানের পর আর্যবীর শেহবাগের সেলিব্রেশন। ছবি: এক্স

আর্যবীরের দুরন্ত শতরান, সেমিফাইনালে যুব ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

যেমন বাবা, তেমন ছেলে! ভারতের প্রাক্তন বিস্ফোরক ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগের সুনামের যোগ্য সম্মান রাখলেন তাঁর ছেলে আর্যবীর। ১৯ বছরের আর্যবীর বাবার মতোই ডানহাতি ব্যাটার। মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে আর্যবীর ১৬৮ বলে ১৬০ রান (১৭ চার, ৭ ছয়) করেন। ওমানের আল আমেরাত স্টেডিয়ামে শেহবাগ–পুত্রের অনবদ্য ইনিংসের সৌজন্যে যুব ভারত ৭০ রানে হারায় আমিরশাহিকে। টস হেরে আগে ব্যাটিং করা ভারতীয়দের ৫০ ওভারে ৩০৯/৭ রানের জবাবে যুব আমিরশাহি ৫০ ওভারে ২৩৯ অলআউট।

দিল্লির টিনএজার আর্যবীর অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে বলেছিলেন, ‘আমি শুধু শেহবাগের মতোই ব্যাট করতে চাই না, কোহলির মতোও ব্যাট করতে চাই।’ এদিন যুব ভারতের ইনিংসের প্রথম ৪৫ ওভার জুড়ে আর্যবীরের ব্যাটিংয়েও যেন সেই কথারই ছাপ। বিরাট কোহলির মতোই শুরুতে বোলারদের একটু বুঝে নিয়ে তারপর সিনিয়র শেহবাগ আর বিরাট, যুগ্ম স্টাইলে মারকাটারি শট খেলেছেন আর্যবীর। সব সোজা ব্যাটে, কপিবুক শট। আর্যবীর শতরানে পৌঁছোন ১৩১ বলে। পরের ৬০ রান মাত্র ৩৭ বলে। ৪৫তম ওভারে নাসিম খানকে মাঠের বাইরে ওড়াতে গিয়ে মিড উইকেটে উদ্দিশ সুরির হাতে ধরা পড়েন। দ্বিতীয় উইকেটে ভিকে বিনীতের (৬৯ বলে ৬৭) সঙ্গে আর্যবীর ১৯৩ রান যোগ করার পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতের হয়ে পঞ্চম সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস খেলার নজির গড়েন। এ ব্যাপারে শুভমান গিল এবং মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে একাসনে আর্যবীর। তিনজনই যুব ভারতের হয়ে ১৬০ রান করেছেন। তাঁদের আগে প্রথম চারজন যথাক্রমে অম্বাতি রায়ডু (অপরাজিত ১৭৭, বনাম অনূর্ধ্ব ১৯ ইংল্যান্ড, ২০০২), বৈভব সূর্যবংশী (১৭৫, বনাম ইংল্যান্ড, ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল ও ১৭১, বনাম যুব আমিরশাহি, ২০২৫) এবং রাজ বাওয়া (অপরাজিত ১৬২, বনাম যুব উগান্ডা, ২০২২)।

এদিন আমিরশাহির সর্বোচ্চ রান খুদাদাত আহমেদের (৭৪)। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সফলতম ঈশান সুদ (৪/৩৭)। বৃহস্পতিবার সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। অন্য সেমিতে মুখোমুখি পাকিস্তান–বাংলাদেশ। ফাইনাল শনিবার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত ৩০৯/৭, আর্যবীর শেহবাগ ১৬০ (১৬৮), নাসিম খান ৪/৪৮। অনূর্ধ্ব ১৯ আমিরশাহি ২৩৯, খুদাদাত আহমেদ ৭৪ (৭৪), ঈশান সুদ ৪/৩৭

■ **অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত জয়ী ৭০ রানে**

বাবাকে কথা দিয়েছিলেন আর্যবীর

আজকালের প্রতিবেদন

বাবা মহাতারকা হলে, ছেলে নাকি শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। প্রত্যাশার চাপ। কিন্তু সেই চাপ সামলানোটা ছোট থেকে শিখতে হয়। আর্যবীর শেহবাগ। বুধবার অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে আর্যবীর ১৬৮ বলে ১৬০ রান (১৭ চার, ৭ ছয়) করে বুঝিয়ে দিলেন বাবার মতো ডাকাবুকো মনোভাব রয়েছে তাঁরও। হয়তো সবে শুরু হয়েছে ক্রিকেট জীবন। কিন্তু দুরন্ত ইনিংস খেলে আর্যবীর জানালেন, বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। জুনিয়র শেহবাগ— এই নামে তাঁর আপত্তি আছে। নিজের পরিচয় নিজেই তৈরি করতে চান। এদিন দুরন্ত ইনিংস খেলার পর আর্যবীর বলেছেন, ‘আমি বড় রান করতে চাইছিলাম। একজনকে কথা দিয়েছিলাম, আজ সেঞ্চুরি করবই। ভাগ্যিস কথা রাখতে পেরেছি। যাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তিনি আর কেউ নন, আমার বাবা বীরেন্দ্র শেহবাগ। বাবা বড় রান করতে ভালবাসত। আমাকে তো সেই ধারাটা বজায় রাখতেই হবে।’

শতরান করেছেন ১৩১ বলে। এমন ইনিংস খেলে কেমন লাগছে? আর্যবীর বলেছেন, ‘পিচে বল সামান্য ঘুরছিল। মাঠে নামার পর আমি চেয়েছিলাম, যত বেশিক্ষণ সম্ভব টিকে থাকতে। বেশ কিছু ডট বল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে ভাবিনি। নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলেছি।’

মুস্তাক অভিযানে আজ মুম্বই পাড়ি দিচ্ছে বাংলা

আজকালের প্রতিবেদন

আসন্ন মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আজ, বুধবার মুম্বই পাড়ি দেবে বাংলা। তার আগে মঙ্গলবার সকালে ইডেনে পুরোদমে অনুশীলন করলেন অভিমন্যু ঈশ্বরনরা। টি২০ ক্রিকেটে চার–ছক্কা হাঁকানোর বিষয়টা মাথায় রেখে এদিন সেই মেজাজেই গা–ঘামাল বঙ্গ শিবির।

১৪ নভেম্বর কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে মুস্তাক অভিযান শুরু করবে বাংলা। এছাড়াও বাংলার গ্রুপে রয়েছে চণ্ডীগড়, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম, বরোদা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান। কর্ণাটক ম্যাচ খেলেই এমার্জিং এশিয়া কাপে অংশ নিতে ভারতীয় শিবিরে যোগ দেবেন শাহবাজ আহমেদ। ফলে পরবর্তী ম্যাচগুলোয় শাহবাজকে পাবে না বাংলা। এদিকে, জানা গেল, বুধবার রাতে মুকেশ কুমার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। নিউজিল্যান্ড সফর সেরে সরাসরি মুম্বইয়ে যোগ দেবেন। মহম্মদ সামিও বৃহস্পতিবার সরাসরি মুম্বইয়ে বঙ্গ সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেবেন। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, ‘শাহবাজকে পেলে অবশ্যই ভাল হত। তবে ও আরও বড় জায়গায় যাচ্ছে। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবে, যা নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। পরিবেশ–পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে মুম্বইয়ে দু’দিন ছেলেরা অনুশীলন করবে। সব মিলিয়ে ছেলেরা আত্মবিশ্বাসী।’

খেলার খুচরো

নেতৃত্বে রিচা

মহিলাদের আন্তঃ জোনাল টি২০ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোষিত হল পূর্বাঞ্চল দল। নেতৃত্ব দেবেন বাংলার রিচা ঘোষ। এছাড়া বাংলা থেকে দলে রয়েছেন তিতাস সাধু, তনুশ্রী সরকার, মিতা পাল। ২৪ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে প্রতিযোগিতা শুরু। চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ভিন্ন স্টার্ক

স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডে উসমান খোয়াজার দাবিকে ডেভিড ওয়ার্নার সমর্থন করলেও অস্বীকার করলেন মিচেল স্টার্ক। ২০১৮–র দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়া দলে থাকা জোরে বোলার স্টার্ক বলেন, ‘আমার স্মৃতির পরিবর্তন হয়নি। আমরা সত্যিই এই বিষয়টি নিয়ে জানতাম না।’

শতরান নষ্ট

প্রথম টেস্টে পাকিস্তান ৪৩৪/৯ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করল। শতরান হাতছাড়া সাউদ শাকিলের (৯৩)। ৩টি করে উইকেট আসিতা ফার্নান্ডো এবং দিলশান মদুশঙ্কার। দ্বিতীয় দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা ১১৪/৩। কামিন্দু মেন্ডিস অপরাজিত ৪০, ধনঞ্জয় ডিসিলভা অপরাজিত ২২।

গায়ত্রীরা জয়ী

জাপান ওপেনে মেয়েদের ডাবলসে প্রি কোয়ার্টারে উঠলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ এবং তৃষা জলি। এই জুটি ২১–১৭, ২১–১৪ হারিয়েছে জাপানের হিনাতা সুজুকি এবং নাও ইয়ামাকিতাকে। তবে মিক্সড ডাবলসে প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিয়েছে ভারতের ধ্রুব কপিলা–রাধিকা শর্মা জুটি।

ফের কোম্পানি

গত মাসে মাঠে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার সুস্থ হয়ে ফের অনুশীলনে যোগ দিলেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। মঙ্গলবার অবশ্য মূল দলের অনুশীলন ছিল না। কোম্পানি দলের রিজার্ভ ফুটবলারদের সামান্য ট্রেনিং করান।

চাকরির প্রস্তাব ছেড়েছিলেন অনুজ

আজকালের প্রতিবেদন

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭। ৮ নভেম্বর, ২০২৬। মাঝে ৩৯ বছরের ব্যবধান। এই সময়ে প্রচুর নজির তৈরি হলেও এই দুটি দিন ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে। শুরুর দিনটিতে আসা যাক। সেদিন কোয়েম্বাটুরে শক্তি ফিনান্স টুর্নামেন্টে শেষ জিএম নর্ম পেয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। দেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। পরের তারিখটিতে ছিল এবছরের দীপাবলি। গোটা দেশ যখন আলোর উৎসবে মাতোয়ারা, তখন প্রায় ৫০০০ কিমি দূরে ফিলিপিন্সে উড়েছিল তেরঙা। ওজামিজ শহরে হওয়া আশিয়ান প্লাস দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অনুজ শ্রীবাত্রি। পেলেন গ্র্যান্ডমাস্টারের স্বীকৃতি। দেশের শততম। রাশিয়া, আমেরিকা ও জার্মানির পর ভারত এই মাইলফলক স্পর্শ করল।

’৮৩–র ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় থেকে ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রার সোনা জয়, যে কোনও ‘প্রথম’–এর মাহাত্ম্যই আলাদা। তেমনটাই ভিশির কৃতিত্ব। তিনি যখন গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন, তখন এশিয়াতে এই কৃতিত্ব ছিল মাত্র দু’জনের। এক সাক্ষাৎকারে আনন্দ বলেছিলেন, ‘আদৌ গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারব কি না, সেইসময় বুঝতে পারছিলাম না। টানা দু’বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অপেক্ষার ফল পাই।’ ভারতকেও দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল চার বছর। ১৯৯১ সালে বাঙালি দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়ার হাত ধরে সেই অপেক্ষা মেটে। তৃতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার (প্রবীন থিপসে) পাওয়া গেল তারও ছয় বছর পর। দোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, দিব্যা দেশমুখ—নতুন প্রজন্মের মধ্যে থেকে নিয়মিতভাবে গ্র্যান্ডমাস্টাররা উঠে আসছেন এখন। প্রথম ৫০ জন গ্র্যান্ডমাস্টার পেতে যেখানে ২৯ বছর সময় লেগেছিল, সেখানে পরের ৫০ জন এল মাত্র ৯ বছরে। ভারতে গ্র্যান্ডমাস্টারের সংখ্যা ৯৯–এ পৌঁছোলেও মধ্যপ্রদেশ থেকে কেউ এই স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেননি। সেই রাজ্যের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন দেশের শততম।





ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ। পাশে, শততম গ্র্যান্ডমাস্টার অনুজ শ্রীবাত্রি। ছবি: ফাইল, এক্স

তাই আনন্দের মতো অনুজের কৃতিত্ব একটা প্রজন্মের কাছে প্রেরণার।

সব সাফল্যের নেপথ্যেই থাকে ত্যাগের গল্প। ২২ বছরের অনুজের যাত্রাও তার ব্যতিক্রম নয়। কাটনির এই বাসিন্দা ৭ বছর বয়স থেকে দাবায় মন দিয়েছিলেন। সমান্তরালে লেখাপড়াও এগোচ্ছিল মসৃণভাবে। কৃত্রিম মেধায় (এআই) স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পর জার্মানির এক সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরির লোভনীয় প্রস্তাব পান। কিন্তু চাকরির পাশাপাশি দিনে ৮–৯ ঘণ্টা দাবার অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। পেশা না প্যাশন, দোটানায় পড়েন অনুজ। এই পরিস্থিতিতে পরিবারকে পাশে পান। পেশায় শিক্ষক বাবা অশোক বিদেশে নানা প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার খরচ বহন করেন। এতেই চাকরির পরিবর্তে দাবায় মনোনিবেশ করার সাহস পান অনুজ। তারপর নিঃশব্দে গড়লেন ইতিহাস।

ড্র করলেই সেমিতে ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত শুরুটা করেছিল জয় দিয়েই। পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ৩–২ ব্যবধানে। তবে সেই জয় তুলে দিয়েছিল অনেক প্রশ্ন। ৯০ মিনিট পর্যন্ত তিন গোলে এগিয়ে থাকা ভারত দু’গোল হজম করেছিল ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে। আর কিছুক্ষণ খেলা হলে, ম্যাচে কী হতো বলা মুশকিল। বুধবার সামনে মালদ্বীপ। সমীকরণ বলছে, এই ম্যাচ ড্র করলেই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে নৌসাদ মুসার ভারত। ম্যাচের আগের দিন সকালে ঢাকার বসুন্ধরা কিংস এরিনায় অনুশীলন করল ভারত।

তবে ম্যাচ ড্রয়ের সমীকরণ নিয়ে নামতে চাইছেন না নৌসাদ। পরপর দু’ম্যাচ জিতে নকআউটে আত্মবিশ্বাসের শিখরে থেকে নামতে চাইছেন তিনি। তবে তাঁকে চিন্তায় রাখছে ফুটবলারদের মনসংযোগের অভাব। এই নিয়ে তিনি বলছেন, ‘সংযুক্তি সময়ে দু’গোল হজম করা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি আমাদের মাথায় রেখেই সামনের ম্যাচ খেলতে হবে। এরকম প্রতিযোগিতায় মনসংযোগ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।’ সূত্রের খবর দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় দলে বদল আসতে পারে। তবে নৌসাদের লক্ষ্য পরিষ্কার। সমীকরণ যাই থাক, মালদ্বীপকে হারিয়ে গ্রুপের অভিযান শেষ করা।

আজ

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে

ভারত : মালদ্বীপ

(ঢাকা, দুপুর ৩–০০)

লাইভ স্ট্রিমিং ভেটো অ্যাপে

ফিফপ্রোর দলে মেসি, নেই কেন

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বের পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো। তারা বেছে নিল বছরের সেরা দল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে সেই দলে জায়গা হল না সদ্য ব্যালন ডি’ওর জয়ী ইংল্যান্ডের ফুটবল তারকা হ্যারি কেনের। নেই গতবারের ব্যালন ডি’ওর জয়ী ওসমান ডেম্বেলেও। ৭৩ দেশের ১৯,৮০৬ জন ফুটবলারের ভোটে যে সেরা এগারো নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হালান্ড, জুড বেলিংহ্যাম প্রমুখ।

গোটা একাদশ: গোলকিপার: দাভিদ রায়া। ডিফেন্ডার: পাও কুবারসি, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্ডেস। মিডফিল্ডার: বেলিংহ্যাম, রড্রি, ভিটিনহা। ফরোয়ার্ড: হালান্ড, এমবাপে, মেসি, লামিন ইয়ামাল

বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা মানু, এষা, দিব্যার

আজকালের প্রতিবেদন

দোহায় বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মঙ্গলবার মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলের দলগত বিভাগে ভারতকে সোনা দিলেন মানু ভাকের, এষা সিং এবং দিব্যা সুব্বারাজু। এই ত্রয়ীর মধ্যে সেরা স্কোর করেন এষা (৫৯০)। মানুর স্কোর ৫৮৭ এবং দিব্যার ৫৮৪। মোট ১৭৬১ পয়েন্ট নিয়ে ভারত জেতে সোনা। রুপো পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (১৭৪৮), ব্রোঞ্জ পেয়েছে ভিয়েতনাম (১৭৪৫)। পয়েন্টের ভিত্তিতে এষা এবং মানু ২৫ মিটার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালেও উঠেছিলেন। আট শুটারের ফাইনালে এষা উঠেছিলেন তৃতীয় হয়ে। মানু উঠেছিলেন ষষ্ঠ হয়ে।



মানু ভাকের



এষা সিং



দিব্যা সুব্বারাজু

তবে দশম স্থানে থাকায় ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হন দিব্যা। যদিও ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে এষা এবং মানুকে। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন মানু। তিনি চতুর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে এষা শেষ করেছেন সবার শেষে, অষ্টম স্থানে। ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জিততে পারলে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে খেলার জন্য ভারতের কোটা পেতেন মানু এবং এষা। বিশ্বরেকর্ড ৪৪ স্কোর করে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জেতেন কোরিয়ার ইয়াং জিন। রুপো পান ভিয়েতনামের ত্রিন থু ভিন। তাঁর স্কোর ৪৩। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন চীনের ঝ্যাং ইউয়েইউয়ে। স্কোর ৩৪। এই তিনটি দেশই অলিম্পিক কোটা অর্জন করেছে।



S24 PAGS	111
N24 PAGS	111
RANAGHAT	111
ARAMBAGH	110
BURDWAN	110
BOLPUR	109
MIDNAPUR	108
BANKURA	107
SILIGURI	94
MALDA / BALURGHAT	102
FALAKATA	96
ALIPURDUAR	95

CONTACT-80160 91101